ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 May, 2023 ■ আগরতলা ৩০ মে, ২০২৩ ইং ■ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শান্তিরবাজারে পুড়ল বসত ঘর, জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ মে।। আগুনে পুড়ে জনৈক গৃহবধুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আগুনে বসতঘরও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দমকল বাহিনীর প্রাথমিক ধারণা, রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত। ওই ঘটনায় দক্ষিণ জেলায় শান্তিরবাজার মহকুমায় মাস্টার পাড়া এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, শান্তির বাজার শহরের মাষ্টার পাড়ায় আজ আনুমানিক ১১ টা ১০ মিনিট নাগাদ হ্রাস মোহন দেবনাথের বাড়িতে আচমকা আগুন লাগে। তাতে ওই বাড়ির একটি ভাড়াটিয়ার ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ওই ঘরেই আগুনে পুড়ে গৃহবধূর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানান, জোলাইবাড়ীর পশ্চিম পিলাক এলাকার বাসিন্দা পুলক ভৌমিকের স্ত্রী মনিকা দেবনাথ ভৌমিক (৩৪)-র মৃত্যু হয়েছে। তাঁর স্বামী টি এস আর এ নবম বাহিনীতে কর্মরত রয়েছেন। তাঁরা সপরিবারে হ্রাস মোহন দেবনাথের বাড়ীতে ভাড়া থাকেন। দমকল বাহিনীর প্রাথমিক ধারণা, রান্নার গ্যাসের ২ টি সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলবাহিনীর কর্মীরা ও শান্তির বাজার থানার পুলিশ। দমকল কর্মীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কিন্তু ওই গৃহবধূকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি বলে তিনি জানিয়েছেন।

মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন , আজ সকালে পরিবারের সকলেই উদয়পুর মাতার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তখন ওই গৃহবধূ বাড়ীতে একাই ছিলেন। প্রতিবেশীদের থেকে খবর পেয়ে ছুটে আসেন তারা। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় নিহত পথচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। অ্যাম্বুলেন্স কেড়ে নিল এক ব্যক্তির জীবন। ঘটনা সোমবার উদয়পুর টেপানিয়া হাসপাতাল চৌমুহনি এলাকায়। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, এদিন বিকাল সাড়ে তিন নাগাদ উদয়পুর টেপানিয়ার বাসিন্দা হারাধন দেবনাথ ব্যাক্তি গত কাছ সেরে উদয়পুর নিজ বাড়িতে যাবার জন্য একটি গাড়িতে উঠে।

টেপানিয়া সংলগ্ন আসা মাত্রই গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে যাবার সময় শান্তির বাজার থেকে আসা একটি এম্বুলেন্স হারাধন দেবনাথকে ধাক্কা দেয়। আর এতেই হারাধন দেবনাথ রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে যায়। সানীয়রা উদ্ধার করে নিয়ে যায় গোমতী জেলা হাসপাতালে। কর্তব্যরত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করল স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। স্বামীর মদ্যপানের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে স্বামীকে দা দিয়ে কোপালো স্ত্রী। স্বামীর শরীর সহ গলায় দা এর কোপ। গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় স্বামী রাজু গৌড়কে দমকল কর্মীদের সহযোগিতায় আনা হয়েছে জেলা হাসপাতালে।

ঘটনা ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত উত্তর গঙ্গানগর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। এই ঘটনার দায়ভার স্বীকার করেছে আহতের স্ত্রী মায়া গৌড়। ঘটনার বিবরণে মায়া গৌড় জানিয়েছেন, দিনমজুর স্বামী রাজু দিনভর মদ্যপান করে স্ত্রীকে প্রচণ্ড মারধর করে। এক সময় ধৈর্যর বাধ ভেঙে যায়। তিনিও দা দিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতি মুক্ত সরকার পরিচালনা সম্ভব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৯ বছরের কার্যকালে প্রমাণ করেছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। দুর্নীতিমুক্ত সরকার পরিচালনা সম্ভব। ৯ বছরের কার্যকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমাণ করেছেন। আজ ত্রিপুরায় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। তাঁর কটাক্ষ, পূর্বতন সরকার আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিল।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা প্রধানমন্ত্রীর নয় বছর পূর্তির সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে দেশে উন্নয়নের ধারা বইতে শুরু করেছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, দেশে এখনো পর্যন্ত সাড়ে ৩ কোটি ঘর প্রদান করা হয়েছে। ত্রিপুরায় এখনো পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় ২ লক্ষাধিক এবং শহরে ৮৭ হাজার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আরও ১ লক্ষ ঘর মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

তারঁ দাবি, প্রধানমন্ত্রীর মতে উত্তর পূবার্ঞ্চলের উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই ত্রিপুরাকে তিনি হিরা মডেল দিয়েছেন। তারঁ কটাক্ষ, পূর্বতন সরকারের আমলে ত্রিপুরায় জলপথের যোগাযোগের দিক থেকে কখনো ভাবা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরায় জলপথে যোগাযোগের কথা ভাবা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ২০১৪ সালের পূর্বে দেশে বিশ্বমানের একটিও ট্রেন ছিল না। কিন্তু এই নয় বছরে প্রধানমন্ত্রী কার্য্যকালে নয়টি বিশ্বমানের ট্রেন চালু হয়েছে। ত্রিপুরায় ১২-১৩টি এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করছে। তাছাড়া ২০১৪ সালের পূর্বে মাত্র ৫টি শহরে মেট্রো পরিষেবা ছিল। বর্তমানে বিজেপি সরকারের শাসনকালে ১৫টি শহরে মেট্রো পরিষেবা চালু আছে। তাঁর বক্তব্য, এই নয় বছরে দেশে মোট ৭০০টি নতুন মেডিকেল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। আবর্জনার স্তূপ থেকে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। উদয়পুর পলিটেকনিক কলেজের নিকটে সড়কের পাশে ওই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় মানুষ সাথে সাথে রাধাকিশোরপুর থানায় খবর পাঠিয়েছে।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, আজ উদয়পুর পলিটেকনিক কলেজের নিকটে সড়কের পাশে আবর্জনার স্তূপে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে এলাকাবাসী। সাথে সাথে তাঁরাই রাধাকিশোরপুর থানায় খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় উদয়পুর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। নেশা কারবারি ও নেশাখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে রামনগর পুলিশ ফাঁড়িতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে মহিলা সংগ্রাম সমিতি। ভয়ংকর নেশার কবলে হাবুডুবু খাচ্ছে যুবসমাজ। গুরুতর অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা। ফলশ্রুতিতে সমাজে অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নেশাখোররা নেশার টাকার যোগান নিশ্চিত করতে চুরি ছিনতাইসহ নানা অসামাজিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। দিনভর কাজ করে যে অর্থ কামাই করে তার সিংহভাগই নেশার জন্য খরচ করে খালি হাতে ঘরে ফিরছে শ্রমিকরা। ফলে উনুনে হাড়ি চড়ানো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। ফলশ্রুতিতে গার্হস্থ হিংসার ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছে মহিলা সংগ্রাম সমিতি।

সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল সোমবার রাজধানীর আগরতলা শহরের রামনগর পুলিশ ফাঁড়িতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্চ ক্ষমতার বিদ্যুতের তারে গাছ পড়ে চল্লিশটি বাড়িতে শর্ট সার্কিট, বহু বৈদ্যুতিন সামগ্রী বিকল

কুমারঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। ১৩২ কেভি ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে গাছ পড়ে বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা আজ কুমারঘাট থানা সংলগ্ন রতিয়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, আজ সোমবার বেলা দুটা নাগাদ কুমারঘাট থানা সংলগ্ন রতিয়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনৈক রসনা কর্মকারের নিজের ভূমিতে এক শ্রমিক গাছ কাটছিলেন। ঠিক তখন গাছটি হেলে ১৩২ কেভি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুতের তারে পড়ে। ফলে এলাকার কমপক্ষে ৪০টি পরিবারের বাড়িতে শর্ট সার্কিট হয়ে যায়। এতে সংশ্লিষ্ট পরিবারের টিভি, ফ্রিজ সহ বৈদ্যুতিক অন্যান্য ব্যবহৃত সামগ্রী নষ্ট হয়ে গেছে। পাশাপাশি ওই এলাকায় বিদ্যুতের শর্ট সার্কিটের ফলে বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের কুমারঘাট মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে, তাঁদের চিকিৎসা চলছে। আহতদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তালবাহানা চলছেই, গঠিত হল না শ্রীনাথপুর পঞ্চায়েত, স্তব্ধ হয়ে পড়েছে উন্নয়নমূলক কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর ২৯ মে।। দীর্ঘ তালবাহানার পর আজও শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত গঠন হল না। কয়েকবার পঞ্চায়েত প্রধানকে নিয়ে অভিযোগের কারণে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হওয়ায় পঞ্চায়েত ভেঙ্গে যায়।

কয়েক মাস পূর্বেও গৌরনগর আরডি ব্লকের ভিডিওর উপস্থিতিতে তৎকালীন সময় ভোটাভুটি হলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে পঞ্চায়েত গঠন হয়নি। অনেকদিন এভাবে চলতে থাকে যার কারণে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এলাকার মানুষ। ১৩ আসন বিশিষ্ট শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির ছয় জন প্রার্থী ও সিপিএমের পাঁচ জন প্রার্থী এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দুজন প্রার্থী জয়লাভ করেন ২০১৯ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে।কিন্তু কারোরই কোন সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সিপিএম এবং বিজেপি মিলে পঞ্চায়েত গঠন করলেও পরবর্তী সময় প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকার কারণে পঞ্চায়েতটি ভেঙ্গে যায়। আজ এ ব্যাপারে প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচনের জন্য ভোটাভুটি গ্রহণ করা হবে বলে দুপুর বারোটায় প্রিসাইডিং অফিসার শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে উপস্থিত হলেও বিজেপির চারজন সদস্য এবং সিপিআইএম দলের একজন পঞ্চায়েত সদস্য এই ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেনি।

যার কারনে আজও প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। যার কারণে এই ভুটাভুটিতে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন তারা ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন পরিকল্পিতভাবে বিজেপি দলের পঞ্চায়েত সদস্যরা আজকের এই ভোটাভুটি থেকে বিরত থাকেন। ফলে এই সমস্যা শুরু হওয়ার কারণে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যাতে এই সমস্যার সমাধান হয় সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে এলাকার মানুষ। বর্তমানে এই পঞ্চায়েতে আর ১৩ জন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তামাক দ্রব্য ব্যাবহার নিয়ন্ত্রণে কঠোর হচ্ছে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। সোমবার আগরতলায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে পশ্চিম জেলা প্রশাসন এবং ভলেন্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে তামাক বিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়।

তামাক সেবনের ফলে প্রতিনিয়ত আমাদের দেশে এবং রাজ্যে বহু মানুষ ক্যান্সার সহ অন্যান্য ভয়াবহ রূপে আক্রান্ত হচ্ছেন। তামাক সেবন থেকে মানুষকে বিরত রাখার লক্ষ্যে সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও তামাক সেবন পুরোপুরি বন্ধ করা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

তামাকের ভয়াবহতা সম্পর্কে যুবসমাজ সহ সমাজের সকল অংশের মানুষজনকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পশ্চিম জেলা প্রশাসন এবং ভলেন্টিয়ারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা। যৌথ উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের নিয়ে সোমবার এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব পন্থসহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

এদিন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অতিরিক্ত জেলা শাসক সহ অন্যান্য বক্তারা তামাকের ভয়ঙ্কর দিকগুলি তুলে ধরে এ বিষয়ে সকলকে সচেতন করার উপর বিশেষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের একাধিক দাবিতে ডেপুটেশন দেবে সিটু্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের চাকুরীতে অবসরের মেয়াদ ৬০ থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত বাড়ানো, তাঁদের নূন্যতম পেনশন নয় হাজার টাকা ও বয়স্ক ভাতা চালু করা সহ একাধিক দাবির সর্মথনে আগামী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সমাজ কল্যান দপ্তরের নিকট গন ডেপুটেশনে মিলিত হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথাই জানালেন সি আই টি ইউ এর রাজ্য সভাপতি শংকর প্রসাদ দত্ত।

এদিন তিনি বলেন, আইসিডিএস প্রকল্পের অধীনে ত্রিপুরায় ৯৯১১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। তাতে ১৯৮২২জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় চার হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাকে সরকার আগামী মাস থেকে কাজে না আসার জন্য বলে দিয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের এই পদক্ষেপে অনেক পরিবারই ক্ষতিগস্ত হবেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।

তাই সি আই টি ইউ এর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে , অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের চাকুরীতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বসতঘর ভষ্মিভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। বিশালগড়ের নেতাজি নগর এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে একটি বসতবাড়ি ভস্মিভূত হয়ে গেছে। বিশালগড়ের নেতাজি নগর এলাকার অসিত সাহার বাড়িতে গতকাল রাতে অগ্নিকাণ্ডে বসত বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মিভূত হয়ে গেছে। জানা যায় দীপকচন্দ্র দত্ত নামে এক পরিবার ভাড়া থাকতো অসিত সাহার বাড়িতে। প্রায় আট বছর ধরে ওই পরিবারটি ওই ঘরে থাকতো বলে জানা যায়।

গতকাল দীপকচন্দ্র দত্ত তার নিজ বাড়িতে গিয়েছিলেন। ভাড়া বাড়ির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমাজ বদলাতে গেলে রক্ত ঝরাতে হবে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। শিশুর জন্মানোর সময় মায়ের যেমন রক্তক্ষরণ হয় ঠিক তেমনি সমাজ বদলের ক্ষেত্রেও রক্ত ঝরে। ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা নিয়েই বামপন্থী নেতাকর্মীদের রাজ্যে সন্ত্রাস মোকাবেলা করে সমাজ পরিবর্তনে ডাক দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম পলিটবুরোর সদস্য মানিক সরকার। আজ মেলার মাঠ ভানুস্মৃতিভবনে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বাম নেতা বিধু ভূষণ মালাকারের স্মরণসভা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন তিনি।

প্রতিটি বাম নেতাকর্মীদের কাছে তার আহ্বান প্রতিনিয়ত মানুষের কাছে যান। তাদের দৈনন্দিন সমস্যার কথা শুনে পরিস্থিতি অনুযায়ী অবস্থান ঠিক করতে হবে। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিষয় দূরে রেখে বর্তমান যে জ্বলন্ত সমস্যা রয়েছে তাকে নিয়েই এগোতে হবে। ভোটের আগে যারা বিভ্রান্ত হয়েছিল সে সমস্ত গরিব মানুষদের জন্যেই আন্দোলনকে ব্লক স্তর থেকে শুরু করতে হবে। এরপর মহকুমা, জেলা প্রশাসন হয়ে দপ্তরের মন্ত্রী সচিব এবং মুখ্য সচিব পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে আন্দোলনকে। যতক্ষণ সমস্যার সমাধান না হয়। ততক্ষণ রাস্তায় থাকতে হবে। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের ঝুঁকি তো থাকবেই। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করা সহ বিভিন্ন দাবীতে টিপিএসসির চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি সুদীপ বর্মনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। ত্রিপুরায় বেকারদের সরকারি চাকুরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে পিআরটিসি, বাংলা ও ককবরক ভাষা জানা বাধ্যতামূলক করার দাবিতে সোমবার ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভির্স কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

এদিন তিনি বলেন, সম্প্রতি ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগের অধীনে গেজেটেড পদে ৭টি শূন্যপদ পূরণ করা হবে। এক্ষেত্রে পিআরটিসি, বাংলা ও ককবরক ভাষা জানা বাধ্যতামূলক করা হয়নি যার ফলে বহি:রাজ্যের যুবক-যুবতীরা চাকুরির জন্য আবেদন করছেন। অপরদিকে একই বেতনস্কেলে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভির্স কমিশন একটি বিজ্ঞতি দিয়ে ভেটেরিনারি অফিসে গেজেটেড পদের জন্য পিআরটিসি, বাংলা ও ককবরক ভাষা জানা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে বহি:রাজ্যের যুবক যুবতীরা চাকুরির জন্য আবেদন করতে পারেননি।

তাঁর অভিযোগ, সমবেতন ক্রমের চাকুরিতে বৈষম্যর জন্য ত্রিপুরার যুবক যুবতীরা চাকুরির সুযোগ পাচ্ছেন না। অন্যান্য রাজ্যেও ত্রিপুরার যুবক যুবতীরা চাকরির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় মহকুমা প্রশাসনের অভিযানে উদ্ধার প্রচুর পরিমানে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন ও খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে সোমবার তেলিয়ামুড়া বাজারে মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিস পত্রের বিরুদ্ধে অভিযান এবং ক্রেতা বিক্রেতাদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে অভিযান চালানো হয়। তেলিয়ামুড়া বাজারে মহকুমা শাসক এবং খাদ্য দপ্তরের অভিযান এবং সচেতনতা মুলক প্রচার অব্যাহত রয়েছে।

সোমবার তেলিয়ামুড়ার ডি সি এম, খাদ্য দপ্তরের নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া বাজারে সচেতনতা মূলক অভিযান সংঘটিত করা হয়। তেলিয়ামুড়া বাজারের ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ী, খাদ্য সামগ্রীর বিক্রির প্রতিষ্ঠান সহ বাজারের বিভিন্ন দোকান গুলোতে চলে এই অভিযান। এই অভিযান শেষে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অফিসের ডি সি এম বাপ্পাদিত্য রায় জানান যে, সোমবার তেলিয়ামুড়া হাটবার। সাধারণত হাটবারের বাজারে ক্রেতা বিক্রেতার ভীড় বেশি থাকে।

এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যবসায়ী ,ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে বেশি করে সচেতনতার বার্তা পৌছে দেওয়া। যে সকল ব্যবসায়ীরা খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করছেন তার মেয়াদ রয়েছে কিনা, ফাস্ট ফুডের দোকানের খাবার গুলো স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে কিনা, এছাড়াও প্লাস্টিক ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েই এদিনের এই অভিযান ও সচেতনতা মুলক প্রচার।

তিনি আরও জানান, মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের সেম্পল কালেকশন করে নেওয়া হয়েছে যা ল্যাব টেস্টিংএ পাঠানো হবে। এক্ষেত্রে যে সকল ব্যবসায়ীদের দোকানে কিছু কিছু অসংগতি লক্ষ করা গেছে তাদেরকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ২২৬ ◻ ৩০ মে ২০২৩ইং ◻ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বিরল রায় আদালতের !

জনগণের অধিকার সুরক্ষায় আইন আদালত প্রতিনিয়তই সঠিক ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজ ও দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত পরিবার ক্ষেত্রে আদালত যে ভূমিকা পালন করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহে প্রশংসারযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে সঠিক ধারায় মামলা গ্রহণ এবং তদন্ত কাজে দুর্বলতার কারণে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত পরিবার ক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। সেই কারণেই সঠিক ধারায় মামলা গ্রহণ এবং মামলার সঠিক তদন্ত করা খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে অবশ্যই আইনি ধারা সম্পর্কে তদন্তকারী অফিসারদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। কেননা আদালতে যে চার্জশিট দাখিল হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়াই বিচারক মামলার রায় ঘোষণা করেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ঘটনাও পরিলক্ষিত হয়। অতি সম্প্রতি একটি খোরপোষের মামলায় বিরল রায় দিল মহারাষ্ট্রের একটি দায়রা আদালত। স্বামীর চাইতে বেশি আয় করেন স্ত্রী। এই যুক্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন রায়ে স্ত্রীর খোরপোষের আবেদন খারিজ করিল আদালত। বিচারক জানান, সংসার চালানোর মতো উপার্জন করেন স্ত্রী। অতএব, আপাতত নতুন করিয়া খোরপোষের প্রয়োজন দেখিতেছে না আদালত।

২০২১ সালে স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে গর্হস্থ্য হিংসার মামলা করেন স্ত্রী। তিনি অভিযোগ করিয়াছিলেন, সন্তানের জন্মের পর তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এমনকী তাঁহার চরিত্র নিয়া প্রশ্ন তোলা হয়। শিশুর পিতৃত্ব অস্বীকার করেন স্বামী। মামলা আদালতে উঠিলে শিশুর ভরণপোষণের জন্য ১০ হাজার টাকা করিয়া দিতে বলা হয় স্বামীকে। স্ত্রী নিজের ভরণপোষণের আবেদন করিলেও তাহা থেকে স্বামীকে অব্যহতি দেয় আদালত।

এরপর দায়রা আদালতে খোরপোষের জন্য মামলা করেন স্ত্রী। যদিও আদালতের পর্যবেক্ষণ, স্ত্রী বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। যাহা স্বামীর বাৎসরিক আয়ের থেকে অনেকটাই বেশি। দায়রা আদালতের বিচারক সিভি পাটিল বলেন, "প্রকৃতপক্ষে একজন উপার্জনক্ষম স্ত্রীও খোরপোষ পাওয়ার অধিকারী। তবে অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্বামীর চাইতে স্ত্রীর আয় বেশি। তাহার পরও স্ত্রী ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী কিনা তাহা বিবেচনা করা হইবে। যদিও এই পর্যায়ে উভয় পক্ষের প্রাথমিক আয় বিবেচনায় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের আদেশ বৈধ ও যথাযথ।" এ ধরনের রায় দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসকে আরো মজবুত করিয়াছে।

'নিয়োগ দুর্নীতির কিংপিন পার্থই', দাবী খোদ বান্ধবী অর্পিতার

কলকাতা, ২৯ মে (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতির কিংপিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সোমবার আদালতে দাঁড়িয়ে এমনটাই জানালেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ও তাঁর আইনজীবী।

একইসঙ্গে অর্পিতা জানান, সংস্থার সব কাজ হত পার্থর বাড়িতে। বেলঘড়িয়ার ফ্ল্যাটে অনন্ত টেক্সফ্যাবের অফিস ছিল। সেই কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফারের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং ওই সংস্থার সব ক্ষমতা পার্থর হাতেই ছিল বলে জানান অর্পিতা। দীর্ঘ ৯ মাস পর আদালতে সশরীরে হাজির হয়ে এমনটাই জানালেন অর্পিতা।

সোমবার আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে অর্পিতা বলেছেন, "আমার বাড়ি থেকে টাকা গয়না উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু আমি পরিস্থিতির শিকার। মাস্টারমাইন্ড হলেন পার্থ।" যদিও ইডির দাবি, অর্পিতা দায় অস্বীকার করতে পারেন না। যা হয়েছে, তার জন্য তিনি সমান ভাবে দায়ী। অর্পিতা যে সব সংস্থার সঙ্গে জড়িত, সেই সব সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে এই দাবি করেছে ইডি। তবে অর্পিতার আইনজীবী দাবি করেছেন, তাঁর মক্কেল এ সব সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন না। সবটাই নিয়ন্ত্রণ করতেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ।

নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অর্পিতার হয়ে সোমবার আদালতে সওয়াল করেন বৃন্দা গ্রোভার। তিনি দিল্লি থেকে এসেছেন অর্পিতার হয়ে সওয়াল করতে। সোমবার এজলাসে অর্পিতার আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ আনা হয়েছে, সবটাই মিথ্যে। এমনকি অর্পিতাকে গ্রেফতারের আগে তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হয়নি। তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন আইনজীবী।

ইডি দাবি করেছে, তদন্তে অসহযোগিতা করছেন অর্পিতা। যদিও তাঁর আইনজীবী সেই কথা মানেননি। আদালতে প্রশ্ন উঠেছে, অনন্ত টেক্সট ফ্যাব প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে অর্পিতার কী সম্পর্ক ছিল? তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, ওই সংস্থা পার্থ, তাঁর মেয়ে সোহিনী চট্টোপাধ্যায়, জামাই অর্থাৎ পার্থের পরিবার নিয়ন্ত্রণ করতেন। অর্পিতা নিয়ন্ত্রণ করতেন না। তিনি এই সংস্থা থেকে লাভবানও হননি। সংস্থার ডিরেক্টর হিসাবে যাঁদের দেখানো হয়েছে, তাঁরা সকলেই ভুয়ো। পার্থই তাঁদের সকলকে কাজ করাতেন। আইনজীবীর অভিযোগ, সংস্থার ডিরেক্টর হিসাবে যাঁদের নাম উঠেছে, তাঁদের এখনও স্পর্শ করেনি ইডি। কেন? সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

দৈনিক সংকমণ আরও কমল ভারতে; সক্রিয় রোগী কমে ৪,৭০৯, ভারতে করোনায় মৃত্যু দু'জনের

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংকমণ আরও কিছুটা কমেছে, নিয়ন্ত্রণে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩১০ জন, এই সময়ে দু''''জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪,৭০৯-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। দু''''জনের মৃত্যুর পর সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৬৬ জনের (১.১৮ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৩,৪৭৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।

মহারাষ্ট্রের বুলধানায় সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়েতে আগুন ধরে গেল গাড়িতে, প্রাণ হারালেন ৩ জন

বুলধানা, ২৯ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলায় সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের ওপর আগুন ধরে গেল একটি গাড়িতে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে গাড়িটি, এরপর সেই গাড়িতে আগুন ধরে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। সোমবার সকাল পাঁচটা থেকে ৫.৩০ মিনিটের মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

বিবি থানার একজন পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সোমবার সকাল পাঁচটা থেকে ৫.৩০ মিনিটের মধ্যে সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দেউলগাঁও কোল গ্রামের কাছে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে, এরপর সেই গাড়িতে আগুন ধরে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। গাড়িতে ৩ জনই ছিলেন।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, তবে সব ক্ষেত্রে সমানতালে নয়

সোহরাব হাসান ও রাফসান গালিব

স্বাধীনতার ৫০ বছর পর নতুন বছর সামনে রেখে বাংলাদেশের অর্জন-অনার্জন নিয়ে কথা বলেছেন ইতিহাসবিদ ও অর্থনীতিবিদ এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান। তিনি মনে করেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যেখানে বাংলাদেশ ছিল, এখন আর সেখানে নেই। খাদ্য উৎপাদনসহ অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে অসামান্য সফল্য দেখিয়েছে। তবে এই অগ্রগতি নিয়ে আত্মতুষ্টিতে থাকার সুযোগ নেই; টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশাসনের ঘাটতি দূর করতে হবে, বৈষম্য কমাতে হবে এবং সুদৃঢ় করতে হবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে।

প্রথমেই বলব, বাংলাদেশকে নিয়ে আমি আশাবাদী। ১৯৭১ সালে আমরা যে বাংলাদেশ দেখেছি, তার সঙ্গে তুলনা করলে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এত অগ্রগতি হবে, আমি চিন্তাও করতে পারিনি। দ্বিতীয়ত, কারিগরি ও প্রযুক্তির উন্নতির কারণে মানুষের ক্ষমতা অসম্ভব বেড়েছে। বাংলাদেশের নিরক্ষর মানুষটিও যেভাবে একটি মুঠোফোনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারেন, অনেক দেশে এখনো তা অকল্পনীয়। বিল গেটসের মতো মানুষও বাংলাদেশের উন্নয়নে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। যদিও সব ক্ষেত্রে সমানভাবে এগোতে পারিনি; কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিছিয়েও গিয়েছি। কোথায় কোথায় আমরা পিছিয়ে গেলাম?

আকবর আলি খান: শাসনের ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে গিয়েছি, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও। সুশাসনের অভাব আছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রত্যয় ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা; সেখানেও আমরা পিছিয়ে আছি। যে দেশে গণতন্ত্র টেকসই হয় না, সে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক শাসন জরুরি। আমাদের আরেকটি লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র; এর সংজ্ঞা নিয়ে যদিও অনেক ঝগড়া আছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের মূলকথা হলো বৈষম্য কমানো। বাংলাদেশে বৈষম্য কমেনি; বরং বেড়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যে গড় বৈষম্য ছিল, সেটি বিশ্বের ৩০ শতাংশ দেশে ছিল। আর এখন সেটি ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে। এভাবে বৈষম্য বাড়তে থাকলে সামাজিক দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। এতে আমি শঙ্কিত।

সম্প্রতি এক সেমিনারে আপনি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে কিছু শঙ্কার কথাও বলেছেন।

আমার শঙ্কা প্রকাশ এ কারণে যে আমরা উন্নয়ন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারিনি। একাত্তরে বাংলাদেশ যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করেছে, এখন তার থেকে ১০ গুণ বেশি করছে। আবার জনসংখ্যাও বেড়েছে। তবু মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ আগের চেয়ে বেশি। একাত্তরে আর্সেনিকের আক্রমণ ছিল না। দক্ষিণাঞ্চলে লোনাপানি বেড়ে গেছে। এ কারণে বেশির ভাগ মানুষ সুপেয় পানি থেকে বঞ্চিত। টেকসই উন্নয়নের জন্য খাদ্য ও সুপেয় পানিদুটোর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকে আমাদের অবস্থান কী?

মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে আমরা কখনো এগিয়ে যাই, কখনো পিছিয়ে যাই। ক্ষুধা সূচকে এখনো কিন্তু আমরা ৭০ থেকে ৮০টি দেশের পেছনে আছি। বলা হয়, আমরা ভারত ও পাকিস্তান থেকে এগিয়ে আছি, সেটি বড় বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হলো আমরা ক্ষুধা সূচক থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি কি না। এসব সূচকে পিছিয়ে আছি তা-ই নয়, অর্থনীতির আরও অনেক ক্ষেত্রে ভঙ্গুরতা আছে। সেসব সমস্যা সম্পর্কে সজাগ না থেকে আমরা যদি সব করে ফেলেছি বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে থাকি, তাহলে সমূহ বিপদ হতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির দুই প্রধান চালিকা শক্তি তৈরি পোশাকশিল্প ও প্রবাসী আয়। ভবিষ্যতে এই খাতে কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে কি না?

পোশাকশিল্পে আমরা এখন বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছি, হয়তো প্রথম স্থানে যেতে পারব। কিন্তু পোশাকশিল্পে একটা পরিবর্তন হচ্ছে। কম্পিউটারাইজশনের ফলে পোশাক বানানোর প্রক্রিয়া পরিবর্তন হয়ে গেছে, আমরা অনেক ক্ষেত্রে আগের জায়গায় পড়ে আছি। আবার কম্পিউটারাইজশনের ফলে ব্যয় বেড়ে গেছে। এ কারণে প্রাথমিক বিনিয়োগ অনেক বেশি করতে হবে। সেটি করা গেলে, পরবর্তীকালে অদক্ষ শ্রমিক দিয়ে যা তৈরি করা হয়, তার চেয়েও সস্তায় সম্ভব হবে। এতে শ্রমিকের চাহিদা কমে যাবে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টও এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, এই পোশাকশিল্প আর ১০ থেকে ২০ বছর থাকবে, এর পরের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। আর প্রবাসী আয় দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেসব দেশে মানুষ যায়, সেসব দেশে আর্থিক অবস্থা কী রকম। যদি আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়, তাহলে তারা লোক নেওয়া কমিয়ে দেবে। দ্বিতীয় হলো, আমাদের যে প্রবাসী আয়, তার বেশির ভাগ আসে অদক্ষ শ্রমিকদের মাধ্যমে, তারা যে কাজ করে, পৃথিবীর আর কোনো দেশের মানুষই তা করতে চায় না। এটা বড় হওয়ার সম্ভাবনা নেই; বরং ছোট হয়ে যেতে পারে।

স্বাধীনতার পর আমরা শিক্ষার প্রতি তেমন নজর দিইনি বলে অভিযোগ আছে। আপনি কি এর সঙ্গে একমত?

শিক্ষায় অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। তবে শিক্ষায় অধোগতি হয়েছে, সেটা মানতে রাজি নই। আমাদের দেশে আগেও ১০ শতাংশ খুব ভালো শিক্ষার্থী ছিল আর ৯০ শতাংশ মাঝারি বা খারাপ। এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও অনুপাতটা একই আছে। এখানে পরিবর্তন আনতে সময় লাগবে। শিক্ষার সংস্কার রাতারাতি করা যাবে না। কমপক্ষে ১০ বছরের একটি কর্মসূচি নিতে হবে। আক্ষেপের কথা, যে ১০ শতাংশ মেধাবী শিক্ষার্থীর কথা বললাম, তারা বাইরে চলে যাচ্ছে। বাইরের দেশের যে আকর্ষণ, সেটি দেশের মধ্যে মেটানো সম্ভব নয়। সে জন্য আমাদের চীনের পর্যায়ে যেতে হবে। এখন আর চীন থেকে শিক্ষার্থীরা দেশের বাইরে যাচ্ছে না, বাইরের দেশ থেকে চীনে যাচ্ছে। 'বিচিত্র ছলনাজালে বাংলাদেশ' বইয়ে আপনি গণতন্ত্র, নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে এমন কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, যা অতীতে কোনো গবেষক বলেননি। কিন্তু সমাধানের পথ কী?

আমি মনে করি, বইটিতে যা লিখেছি, সেগুলো প্রয়োগ করলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। নির্বাচনে যেখানে শতভাগ অনিয়ম হচ্ছে, সেটি হয়তো ৪০ থেকে ৫০ ভাগ কমে আসবে। আস্তে আস্তে সেই হার বাড়াতে হবে। সেখানে আমি অনেকগুলো ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছি। এগুলো গ্রহণ করলে পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটতে পারে। যেমন আমি বাংলাদেশের নির্বাচনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের সুব্যবহারের কথা বলেছি। এর মানে কেবল ইলেকট্রনিক ব্যালট না। ইলেকট্রনিক ব্যালটে আমেরিকাতেও জালিয়াতি হয়, বাংলাদেশেও হবে। যে ব্যালট কাস্ট করা হয়, সেটার ফলাফল ঘোষণা করার আগে কম্পিউটারের মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ করা যায়। আপনি আগেই কম্পিউটারে তথ্য দিয়ে রাখলেন, এই ভোটকেন্দ্রে ৩ হাজার ভোট থাকলে ২ হাজার ৪০০ ভোট কাস্ট হতে পারে। এখন সেখানে যদি ২ হাজার ৬০০ বা ২ হাজার ৮০০ ভোট কাস্ট হয়, তাহলে কম্পিউটার সেখানে দাগ দিয়ে দেবে। সেখানে আবার ভোট গ্রহণ করা হবে কি না, সেটা নির্বাচন কমিশন দেখবে। ফলাফল প্রতিটি কেন্দ্রে কাউন্ট করতে হবে, ভারতের মতো নির্বাচন করে দেরিতে ফল গণনা এখানে সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের বর্তমান যে নির্বাচনপদ্ধতি, সেটিই থাকবে। ফলাফল কমিশনই প্রকাশ করবে এবং দেখবে কত ক্ষেত্রে কত খারাপ কাজ হয়েছে। কোনোখানে আবার নির্বাচন করতে হবে কি না। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক। এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলাম না। এর জন্য কাকে দায়ী করবেন?

রাজনীতিবিদদেরই। তাঁরাই এ সমস্যার সৃষ্টি করেছেন, তাঁরাই সেটা লালন করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলই সুষ্ঠু গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। আপনি বইটিতে লিখেছেন ২০১৭ সালে। তারপর ২০১৮ সালে একটি নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচন নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী? আর ২০২৩ সালের নির্বাচন কেমন হবে বলে আশা করেন?

আমি সেই নির্বাচন সামনে রেখেই বইটি লিখেছিলাম। যদি নির্বাচন কমিশন বা অন্যরা এটিকে গ্রহণ করে। কিন্তু সেটা সেই পর্যায়ে গৃহীত হয়নি, ফলে এর কোনো প্রভাব পড়েনি। ২০১৮ সালের যে নির্বাচন হলো, তা আইনিভাবে বৈধ হলো, গণতান্ত্রিকভাবে হয়নি। ২০২৩ সালের নির্বাচনে কী হবে, সেটি বলা মুশকিল। আমি আশা করব, নির্বাচন নিয়ে যে প্রশ্নগুলো তৈরি হয়েছে, সবাই যদি বুঝতে পারেন, তাহলে হয়তো ২০১৮ সালের পুনরাবৃত্তি হবে না। আপনি নির্বাচনী সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ওপর জোর দিয়েছেন। রাজনৈতিক ঐকমত্য না হলে এ কাজ করবে কে? পদ্ধতি পরিবর্তনের কাজ তো রাজনীতিবিদদেরই করতে হবে।

এখন সবাই যদি সুন্দরভাবে বিষয়টা চিন্তা করেন, তাহলে রাজনৈতিক ঐকমত্য হতে পারে। আরেকটা হতে পারে, যদি দেশের বেশির ভাগ মানুষ একমত হয়ে যায়, এতে ক্ষমতাসীনেরা রাজি না-ও হন, তাহলে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিষয়টি পুরোপুরি রাজনৈতিক। রাজনীতিবিদদের এড়িয়ে সমাধান করা যাবে না। আমাদের শাসন পরিচালনার প্রধান সমস্যা কি অযোগ্যতা, না দুর্নীতি?

দুটিই। দুটিই যখন একত্র হয়, তখন অবস্থা আরও ভয়ংকর হয়ে দাঁড়ায়। দেশের মানুষ যখন দেখতে পাবে, এভাবে আর চলছে না, তখন আস্তে আস্তে পরিবর্তন ঘটবে। ডিজিটালাইজেশনও হয়তো এখানে সহায়তা করতে পারে। জনগণের চাহিদা পূরণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পরিবর্তন আনতে পারলে বাংলাদেশের প্রশাসনেও বড় পরিবর্তন আসবে। যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক সমাজের একটি ভূমিকা থাকে। আমাদের দেশে নাগরিক সমাজের ভূমিকা কীভাবে দেখেন? আকবর আলি খান: সব দেশেই নাগরিক সমাজের ভূমিকা থাকে, কিন্তু তারা কখনো দেশ শাসন করবে না। তাদের যদি রাজনীতিকদের বিকল্প বা দেশ শাসনে সমর্থ ভাবা হয়, তারা আর নাগরিক সমাজ থাকে না। তারাও রাজনীতিবিদ হয়ে যায়। নাগরিক সমাজের অনেকে রাজনৈতিক চাপের কারণে কথা বলতে পারেন না। আবার রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকে কথা বলেন। যাঁরা শুধু সংগঠন করেন, তাঁরাই নাগরিক সমাজ নন; শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আইনজীবীসব পেশার মানুষই এর অংশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে আমরা শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি দেখেছি; কিন্তু জনস্বার্থ বিষয়ে শিক্ষক সমিতি সব সময় ঐকমত্য থাকত। আইনজীবীদের মধ্যেও তেমনটা ছিল, এখন আসলে তাঁরা ভাগ হয়ে গেছেন। এখন একটা পেশাও পাবেন না, যেখানে পরস্পরবিরোধী সংগঠনগুলো একমত হতে রাজি হবে। কোনো জায়গায় ঐক্য দেখতে পাই না। একটা কথা বলা হয় যে টেকসই উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্র দরকার। কিন্তু চীনসহ অনেক দেশই তো গণতন্ত্র ছাড়াই উন্নয়ন করেছে।

চীন গণতন্ত্র ছাড়া উন্নয়ন করলেও সুশাসনের প্রতি তাদের নজর আছে। তবে চীনের বর্তমান অবস্থা চিরদিন না-ও থাকতে পারে। গণতন্ত্র না হলে চীনেও নানা সমস্যা দেখা দেবে। ইতিমধ্যে যে গোলযোগ হয়েছে, চীন সরকার তা দমন করতে পেরেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সম্ভব না-ও হতে পারে। গণতন্ত্র ও উন্নয়ন যদি একসঙ্গে থাকে, তাহলে সেটা টেকসই হয়, নয়তো ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, সেই বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? আমি আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি যে স্বাধীনতা বিশাল একটা ব্যাপার, আমরা সেটা অর্জন করেছি। এখন এটিকে সুসমন্বিত ও সুন্দর করার জন্য আমাদের ত্যাগ করতে হবে, সেটি হয়তো ৫ বা ১০ বছরে হবে না; কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই একটি মর্যাদাবান দেশ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। বেদনার জায়গাটা হলো আমরা অনেক কিছু আরও আগে করতে পারতাম। এখন সেটি নিয়ে বসে না থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। স্বপ্নের পাল্লা এখনো ভারী বলে আমি মনে করি।

ভ্রমণে যাওয়ার প্রস্তুতি

বিশেষ প্রতিনিধি।। ভ্রমণ করতে ভালো লাগে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। দেশ থেকে বিদেশে ঘুরে বেড়ানো, পৃথিবীর নিখুঁত বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য অবলোকন করতে সবাই চায়। একঘেয়েমি জীবন থেকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে ভ্রমণ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। তবে ভ্রমণে যাওয়ার আগে সবচেয়ে বেশি যেটা জরুরি সেটা হলো প্রস্তুতি। ভ্রমণ তখনই আনন্দের হবে, যখন আপনার প্রস্তুতি থাকবে সুন্দর ও গোছানো। প্রতিটি কাজের পেছনেই সঠিক পরিকল্পনা থাকা উচিত। ভ্রমণের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার কমপক্ষে দুদিন আগে প্রস্তুতি নিয়ে নিবেন। দূরে কোথাও ভ্রমণের ক্ষেত্রে এক সপ্তাহ আগে প্রস্তুতি নিতে পারেন। শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি ভ্রমণের জন্য জরুরি। ভ্রমণে যাওয়ার আগে যেসব প্রস্তুতি নিতে হবে সেসব তুলে ধরা হলো।

যেভাবে ব্যাগ গুছাবেন

কোথায় যাচ্ছেন এবং কতদিন থাকবেন তার ওপর নির্ভর করে আপনার ব্যাগে কী কী নেবেন। তবে ব্যাগের ওজন সমসময় চেষ্টা করবেন হালকা রাখার। একটা ভারী ব্যাগ আপনার ভ্রমণ আনন্দ মাটি করে দিতে পারে। ভ্রমণের আগে ব্যাগ গোছানোর সময় মন দিয়ে দেখুন কী কী জিনিসপত্র আপনার লাগবে। মনে রাখবেন ছোট ছোট অনেকগুলো ব্যাগ না নিয়ে চেষ্টা করবেন একটি ব্যাগেই সব নিতে। এতে আপনার গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্রগুলো হারানোর ঝুঁকি অনেক কম থাকে।

ভ্রমণে যেসব পোশাক নিবেন

আপনার ভ্রমণের লোকেশন কোথায় সেটার ওপর নির্ভর করবে আপনার পোশাক বাছাই করা। কারণ যে স্থানে ভ্রমণ করার জন্য যাবেন সেখানকার আবহাওয়া কেমন সেটাও জানতে হবে। আবহাওয়া অনুযায়ী সঠিক পোশাক নির্বাচন করা খুব জরুরি। এতে আপনার ভ্রমণ হবে আরামদায়ক। শীতের সময় ভ্রমণের ক্ষেত্রে তাপনিরোধক কাপড়ের তৈরি জামা পরিধান করতে হবে। ভ্রমণে জামার রং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উজ্জ্বল রঙের পোশাকে ছবি সুন্দর হয়। উজ্জ্বল রঙে মনও ফুরফুরে থাকে। এ ছাড়াও রাতে ঘুমানোর পোশাক, মোজা, মাফলার ইত্যাদি লাগেজের একপাশে রাখবেন। রাতের জন্য হালকা ও আরামদায়ক পোশাক নেওয়ার চেষ্টা করবেন। বিশেষ করে যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার আবহাওয়া অনুযায়ী হলে বেশ ভালো। মোজা, মাফলার ইত্যাদি যে কদিন থাকবেন সেই হিসাবে নেবেন।

যেসব জিনিস নিতে ভুলবেন না ব্রাশ, পেস্ট, শ্যাম্পু, চিরুনি, ক্রিম/লোশন, লিপজেল, সানগ্লাস, ছোট আয়না, স্কার্ফ, চিরুনি, লাইট, ক্যাপ/হ্যাট, রুমাল, ওয়েট টিস্যু ইত্যাদি জিনিস একটা আলাদা ছোট ব্যাগে নিয়ে নিন। পুরুষরা যারা নিয়মিত সেভ করেন তারা রেজর-ফোম, এসব নিতে ভুলবেন না। নারীরা মেকআপ কিট বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এ ব্যাগেই নিতে পারেন। আপনার স্যান্ডেল-জুতাও পলিথিন বা কাগজে মুড়িয়ে লাগেজের একপাশে রাখতে পারেন। আপনার ভ্রমণ যদি দেশের ভেতর হয় তাহলে অবশ্যই ব্যাগে একটা ছাতা রাখবেন। তাই ব্যাগে ছাতা রাখাটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

বেড়াতে গিয়ে স্মৃতি ধরে রাখতে কে না চায়? তাই ক্যামেরা সঙ্গে রাখতে পারেন। তা ছাড়া মোবাইলেও আজকাল ভালো ছবি ওঠে। তাই মোবাইলের স্পেস খালি রাখবেন ভ্রমণে যাওয়ার আগে। সে ক্ষেত্রে চার্জার, মেমোরি কার্ড, ব্যাটারি ব্যাগে ঢুকাতে ভুলবেন না। আর মোবাইল চার্জারের পাশাপাশি একটি পাওয়ার ব্যাংকও সঙ্গে রাখুন। ল্যাপটপ নিলে অবশ্যই মনে করে তার চার্জারটি ব্যাগে রাখতে ভুল করবেন না। সবচেয়ে ভালো হয়, সব চার্জার এবং গ্যাজেট একটা ব্যাগে রাখলে। তাহলে প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাবেন। বেশ কয়েকজন মিলে বন্ধুরা যখন ভ্রমণে যাই দেশে হোক আর বিদেশেই হোক সবাই মিলে মোবাইল, ক্যামেরা চার্জ দিতে গেলে বিপাকে পড়তে হয়। যথেষ্ট সংখ্যক চার্জিং পয়েন্ট না থাকায় এ সমস্যায় অনেকেই পড়েন। এজন্য একটা ছোট মাল্টিপ্লাগ সঙ্গে থ্রি-পিন থেকে টু-পিন কনভার্টার ব্যাগে রাখা ভালো।

সেইসঙ্গে হালকা শুকনো খাবার, পানি ও আপনার প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখা অত্যন্ত জরুরি। এ ছাড়াও যে কোনো ধরনের ঘটনা কিংবা বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে অবশ্যই নিজের সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ড রাখুন।

ভ্রমণের হিসাব-নিকাশ

টাকা-পয়সা ছাড়া তো ভ্রমণের কথা চিন্তাই করা যায় না। ভ্রমণে যাওয়ার আগে ভ্রমণের হিসাব-নিকাশ করে ফেলা ভালো। কত টাকা খরচ করবেন সে অনুযায়ী বাজেট পরিকল্পনা করতে হবে। যে দেশ বা স্থানে যাবেন সে অনুযায়ী কিছু পরিমাণ নগদ টাকা অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন। সেখানে এটিএম কার্ডের ব্যবহার আছে কিনা কিংবা বুথ পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে আগেই জেনে নিন। এ ছাড়া বিকাশ কিংবা মোবাইলে লেনদেন করা যায় এমন কোনো অ্যাকাউন্ট থাকলে ভ্রমণে কাজে আসবে। অবশ্যই মোবাইলে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যালান্স রাখবেন। ভ্রমণসঙ্গী যদি শিশু হয় আপনার ভ্রমণসঙ্গী হিসাবে আপনার শিশুড়-সন্তান থাকতেই পারে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই তার বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। তার খাবার থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সব ভ্রমণ অনুষঙ্গ গুছিয়ে নিতে হবে সবার আগে। কারণ বেড়াতে গিয়ে শিশুর যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে বেড়াতে যাওয়াটাও তখন নিরানন্দের হয়ে যায়। তাই আপনার ছোট্ট ভ্রমণসঙ্গীর জন্য চাই বাড়তি সতর্কতা। ক্লান্তি দূর করতে যা করবেন ভ্রমণে যাওয়ার আগে অনেক সময় বাস-ট্রেন কিংবা প্লেনের জার্নি বোরিং লাগে। অনেকেই এ সময়টুকু উপভোগ করতে পারেন না। এ সময়টুকু উপভোগ করতে আপনি সঙ্গে দু-একটা বই নিন। অবশ্যই সেটা আপনার প্রিয় লেখক এবং পছন্দের বই হলে ভালো হয়। প্লেন, বাস বা ট্রেনে বসে পড়তে পারবেন। এ ছাড়া আপনি যদি লিখতে ভালোবাসেন তাহলে খাতা-কলম নিতে পারেন সঙ্গে। হঠাৎ কোনো জরুরি তথ্য পেলে নোট করা যাবে তাতে। তা ছাড়া বলা তো যায় না, কোনো সুন্দর স্থান দেখে আপনার ভেতর কবিতাও চলে আসতে পারে। ভ্রমণে যাবার আগে অবশ্যই আপনার পছন্দসই গান নিয়ে নেবেন। গানে গানে পথ চললে ভ্রমণ আরও উপভোগ্য হবে।

যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকবেন যানবাহন থেকে নামার সময় কোনো মালপত্র ফেলে গেলেন কি না সেদিকে খেয়াল রাখবেন। নামার সময় তাড়াহুড়া করা যাবে না। মানি ব্যাগ, ক্রেডিট কার্ড সাবধানে রাখবেন। সব টাকা মানিব্যাগে না রেখে কিছু টাকা অন্য কোনো জায়গা কিংবা আপনার ভ্রমণসঙ্গীর কাছে রাখবেন। একটি কার্ডে আপনার ঠিকানা লিখে রাখবেন। ব্যাগ হারিয়ে গেলে কেউ পেয়ে থাকলে ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। খোলামেলা অ-স্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার খাওয়া যাবে না। পরিমিত খাবার এবং পর্যাপ্ত পানি পান করুন। সন্ধ্যার পর অথবা বেশি রাত পর্যন্ত হোটেলের বাইরে অবস্থান করবেন না। বিশেষ করে পরিবার নিয়ে ভ্রমণ করতে গেলে। অবশ্যই শিশুদের দিকে লক্ষ্য রাখুন। ভ্রমণের সময় অপরিচিত লোকদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

খুব শীঘ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানী ব্রডগজ রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হবে : মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (হি.স.) : বর্তমান সরকারের আমলে পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতের পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল সর্বাধিক লাভান্বিত হয়েছে। পরিকাঠামো হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা নিয়োগের সুযোগ এবং দ্রুত বিকাশের আধার। এতে দরিদ্র, দলিত, পশ্চাদপদ, জনজাতীয় এবং সকল অংশের প্রত্যেক বঞ্চিত নাগরিকদের শক্তিশালী করে। বৈষম্যহীনভাবে সকলের জন্য পরিকাঠামো। এই পরিস্থিতিতে পরিকাঠামো নির্মাণ হচ্ছে এক প্রকার প্রকৃত সামাজিক ন্যায়। এটা সত্যিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা। বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ সোমবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি রেল স্টেশনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের শুভ যাত্রারম্ভ করে দিল্লি থেকে প্রদত্ত ভার্চুয়াল-ভাষণে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দিল্লি থেকে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী সরকারগুলি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে উন্নয়ন থেকে দূরে রেখেছিল। ক্ষমার অযোগ্য ওই অপরাধের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ব্যাপক ক্ষতি বহন করতে হয়েছে। তিনি বলেন, গুয়াহাটিকে পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি সঙ্গে সংযোগকারী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ভ্রমণকালে প্রায় এক ঘণ্টা কম হবে। মাত্র ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে এই যাত্রা সম্পূর্ণ করবে বন্দে ভারত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, টেলিফোন, মোবাইল এবং রেলওয়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত দেশের সর্ববৃহৎ এলাকা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্যমান। তাঁর সরকার সেবার অনুভূতির বলে কাজ করছে। আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল সংযোগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ হয়েছে। মোদী বলেন, খুব শীঘ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানী ব্রডগজ রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হবে।

আজ নতুন ১৮২ কিলমিটার বৈদ্যুতিকীকরণ সেকশন জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গের পাশাপাশি অসমের লামডিঙে নবনির্মিত ডেমু ও মেমু শেডেরও উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে দ্রুতগতিতে ট্রেন চলাচলে সহায় হবে এবং ভ্রমণের সময় হ্রাস করার পাশাপাশি প্রদূষণ-মুক্ত পরিবহণের সুবিধা প্রদান হবে। বৈদ্যুতিক লাইনে মেঘালয়ে প্রবেশকারী ট্রেনগুলিকে সক্ষম করবে। লামডিঙে নির্মিত ডিইএমইউ/মেমু শেড-এর সুবিধা বলে অঞ্চলে চলমান ডেমু রেকগুলি বজায় রাখায় সহায়ক হবে, যার ফলে উন্নত কার্যকরী দক্ষতা প্রদান করবে।

রেলওয়ে সম্পর্কিত তাঁর সরকারের সাফল্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ৯ বছরে রেলওয়ের জন্য বাজেটে আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য গড় রেল বাজেটে বরাদ্দ করে হয়েছিল প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা। তবে এবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য রেল বাজেটে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ”এক স্টেশন, এক সামগ্রী’ প্রকল্পের অধীনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল স্টেশনে স্টল স্থাপন করা হয়েছে। এগুলিতে ‘লোকাল ফর ভোকাল’-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছেছে। এতে আমাদের স্থানীয় মৃৎশিল্পী, অন্য শিল্পী, ভাস্কর্য শিল্পী প্রভৃতি সহকর্মীদের এক নতুন বাজার প্রদান করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, গত ৯ বছরে ভারতের অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। আমরা একটি নতুন ভারত গড়ে তুলেছি। গত কাল দেশ স্বাধীন ভারতের সুন্দর ও আধুনিক সংসদ ভবন লাভ করেছে। এটি একটি এমন সংসদ যা ভারতের হাজার হাজার বছরের গণতান্ত্রিক ইতিহাসকে আমাদের সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

ফারুখাবাদে গুলিবিদ্ধ শিক্ষক নিহত, গ্রেফতার দুই

ফারুখাবাদ, ২৯ মে (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের মোহাম্মদাবাদ থানা এলাকায় শিক্ষককে গুলি করে হত্যা করেছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার পুলিশ ওই শিক্ষকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। হত্যায় ব্যবহৃত লাইসেন্স বন্দুকটিও উদ্ধার করা হয়েছে।

কোতোয়ালি মোহাম্মদাবাদের বাসিন্দা মনোজ সিং একজন শিক্ষক ছিলেন। তার প্রতিবেশী গাইসিংপুর গ্রামের বাসিন্দা রাম প্রতাপ সিং এবং তার ছেলে সত্যম সিং ও শিবম সিংয়ের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধ চলছিল। এই অভিযোগে শিক্ষক মনোজ সিং, তাঁর স্ত্রী আশা দেবী, ছেলে অভয়, ছোট ভাই সঞ্জয় সিং ও রাজীব সিং অভিযোগ জানাতে রাম প্রতাপ সিংয়ের বাড়িতে যান। সেখানে সত্যম সিং এবং শিবম সিংকে মারধর করে এবং মোনজ সিংকে বন্দুক দিয়ে গুলি করে। আহত মনোজকে নিয়ে মোহাম্মাবাদ সিএইচসিতে পৌঁছায় পরিবার। অবস্থা গুরুতর হলে চিকিৎসকরা মনোজকে লোহিয়া হাসপাতালে রেফার করেন। লোহিয়া হাসপাতালের চিকিৎসকরা শিক্ষক মনোজকে মৃত ঘোষণা করেন।

সোমবার মোহাম্মদাবাদের সিও জানান, নিহত শিক্ষকের ছেলের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। দুই অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত লাইসেন্সকৃত বন্দুক ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অমৃতসর সীমান্তের কাছে পাকিস্তানি ড্রোনকে গুলি নামাল বিএসএফ

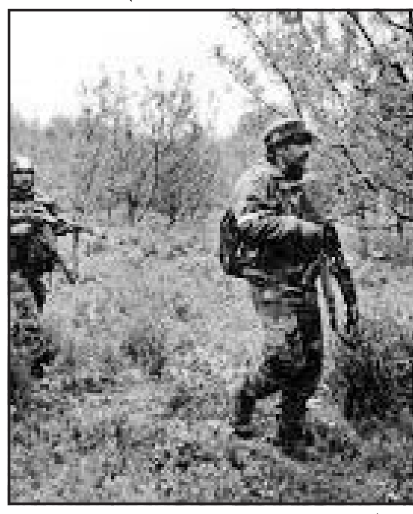

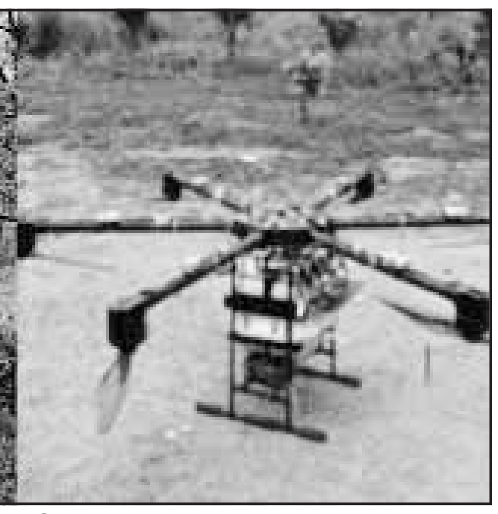

অমৃতসর, ২৯ মে (হি.স.) : পঞ্জাবের অমৃতসর সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমান্তে মোতায়েন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) জওয়ানরা রবিবার রাতে মাদক বহনকারী পাকিস্তানী ড্রোনকে গুলি করে মাটিতে নামিয়ে দেয়।

সোমবার বিএসএফের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন সতর্ক জওয়ানরা অমৃতসরের খুর্দগ্রামের কাছে একটি সন্দেহভাজন পাক ড্রোনকে দেখতে পায়। তিনি বলেন, বিএসএফ সদস্যরা ড্রোনটিকে আটকানোর জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং মাদকের চালান বহনকারী পাকিস্তানি ড্রোনকে গুলি করে ভূপাতিত করে। পরে এলাকায় তল্লাশির সময় বিএসএফ কর্মীরা মাঠ থেকে একটি কালো রঙের ড্রোন (কোয়াডকপ্টার, ডিজেআই ম্যাট্রিস, ৩০০ আরটিকে) উদ্ধার করে, যেখানে সন্দেহভাজন হেরোইনের একটি ব্যাগ ছিল। উদ্ধার হওয়া সন্দেহভাজন মাদকের চালানের মোট ওজন প্রায় দুই কেজি সাতশত গ্রাম।

তৃতীয়বার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় এরদোয়ানকে অভিনন্দন পুতিনের

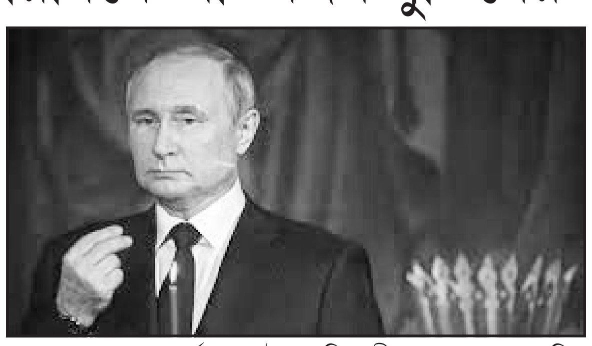

রাশিয়া, ২৯ মে (হি. স.) : টানা তৃতীয়বারের মতো তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। একইসঙ্গে রাশিয়া ও তুরস্কের সম্পর্ক জোরদারে ‘ব্যক্তিগত অবদানের’ জন্য এরদোয়ানকে ধন্যবাদ জানান পুতিন।

এক শুভেচ্ছা বার্তায় পুতিন লেখেন, ‘নির্বাচনে বিজয় তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রধান হিসেবে আপনার নিঃস্বার্থ কাজের একটি স্বাভাবিক ফল।

এই জয় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে শক্তিশালী করা ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার জন্য তুরস্কের জনগণের সমর্থনের স্পষ্ট প্রমাণ।

’তুরস্কে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং দুটি উল্লেখযোগ্য যৌথ প্রকল্প হিসেবে একটি নতুন গ্যাস হাব তৈরির কথা উল্লেখ করে পুতিন বলেন, ‘বন্ধুত্বপূর্ণ রাশিয়া-তুরস্ক সম্পর্ক শক্তিশালীকরণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য আমরা আপনার ব্যক্তিগত অবদানে অত্যন্ত প্রশংসা করি।’

সবশেষে পুতিন বলেন, আমি হৃদয় থেকে আপনার নতুন সাফল্য কামনা করছি... সেইসঙ্গে সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করছি।

মুম্বইয়ে ব্যাংকে দুই হাজার টাকার জাল নোট বদলানোর চেষ্টায় আটক ১

মুম্বই, ২৯ মে (হি. স.) : মুম্বইয়ে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের শাখায় ২,০০০ টাকার ১০টি জাল নোট বদলানোর চেষ্টা করায় এক ব্যক্তি আটক করেছে পুলিশ। ধৃত ৩৩ বছর বয়সী নাভিদ আশফাক শেখ। বিষয়টি তাড়দেব থানার দল তদন্ত করছে।

পুলিশের তদন্তকারী অফিসার সোমবার জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তি মুম্বাইয়ের বাসিন্দা। শুক্রবার তিনি এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের তাড়দেব শাখায় গিয়েছিলেন ২,০০০ টাকার ১০টি জাল নোট পরিবর্তন করতে। ব্যাংকে সে নোট বিনিময়ের ফরম পূরণ করে জাল নোট জমা দিয়েছিল। কিন্তু নোটগুলি জাল হওয়ায় গণনা মেশিন সেই নোটগুলি বাতিল করে দেয়। এতে ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের সন্দেহ জাগে এবং নোটগুলি যাচাই-বাছাই করা হয়। যাচাই-বাছাই করে সব নোটই জাল ধরা পড়ে। ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা বিষয়টি তাড়দেব এলাকার পুলিশকে জানান। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে আটক করে। সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি কতগুলি ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে পুষ্পস্তবক অর্পণ সেনাপ্রধানের

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (হি.স.): স্থল সেনা প্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে সোমবার শান্তি প্রতিষ্ঠায় শহীদ ভারতীয় সেনাদের উদ্দেশে নতুন দিল্লিতে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে পুষ্প স্তবক অর্পণ করেছেন। রাষ্ট্রসংঘ ও বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিনিধিরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ৭৫ তম রাষ্ট্রসংঘ শান্তি নিরাপত্তা বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে এই পুষ্প স্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কঙ্গো, লাইবেরিয়া, দক্ষিণ সুদান সহ একাধিক দেশে ৫১ টিরও বেশি শান্তিরক্ষা মিশনে ৩ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় সেনাদের মোতায়েন করা হয়েছে।

বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এদিন এক বার্তায় জানান, রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষীদের আন্তর্জাতিক দিবসে, বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষীদের সাহস, উতর্গ এবং প্রতিশ্রুতিকে কুর্নিশ জানাই। শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য তাদের অবদানের প্রশংসা করছি এবং তাদের অনেক ত্যাগকে স্মরণ করছি।

“জঙ্গলমহলে বিজেপি কর্মীর গায়ে হাত দিলে জ্বলে যাবে”, হুঁশিয়ারি দিলীপের

কলকাতা, ২৯ মে (হি. স.) : কেন একের পর এক কুড়মি নেতা গ্রেফতার হচ্ছেন, সে প্রশ্ন তুললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। জঙ্গলমহলে কোনও বিজেপি কর্মী গায়ে হাত আগুন জ্বলবে বলেও হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।

অভিষেকের কর্মসূচির মাঝে বীরবাহা হাঁসদার কনভয়ে হামলা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। হামলাকারীরা ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিতে ইট ও পাথরবৃষ্টি করে বলেই দাবি। তাই এই বিক্ষোভকারীরা কুড়মি নন বলেই কার্য্যত ক্লিনচিট দিয়ে বিজেপিকে দায়ী করা হয়েছে। সোমবার ইকো পার্কে প্রাতঃ ভ্রমণের পর দিলীপ ঘোষ এই প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। বলেন, “জঙ্গলমহলে বিজেপি কর্মীর গায়ে হাত দেবেন না, জ্বলে যাবে। বিজেপি কর্মীদের গায়ে হাত দিলে জঙ্গলমহলে ঢুকতে পারবেন না। তৃণমূলের কোনও নেতাকে জঙ্গলমহলে থাকতে দেব না। এই আন্দোলন কালীঘাট অবধি যাবে।”

প্রসঙ্গত, গত ২৬ মে, গড় শালবনিতে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিয়ে কুড়মিরা বিক্ষোভ দেখায় বলেই অভিযোগ। মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা-সহ বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মীকে লক্ষ্য করে ইট ও পাথরবৃষ্টি চলে। তাতে বীরবাহার গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। তাঁর চালকের চোখে মারাত্মক আঘাত লাগে। এছাড়াও অল্পবিস্তর জখম হন বেশ কয়েকজন। এই ঘটনার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয় অভিষেকের। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কুড়মির বিবৃতির দাবিও জানান। কুড়মিদের কার্য্যত ক্লিনচিট দিয়ে বিজেপিকে দায়ী করেন তিনি। অভিষেকের কথা মতো হামলার মাত্র ১৮ ঘণ্টার মধ্যে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন কুড়মিরা। জানিয়ে দেন এই হামলার সঙ্গে তাঁরা কোনওভাবেই জড়িত নন। ঘটনার সমালোচনাও করেন।

চৌধুরী চরণ সিংকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধা জানালেন খট্টর

চণ্ডীগড়, ২৯ মে (হি.স.) : সোমবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংকে তাঁর ৩৬ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর।

তিনি টুইট করেছেন, “ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই, যিনি দরিদ্র, অসহায় এবং শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আজীবন লড়াই করেছিলেন। তাঁর আদর্শ জীবন কৃষকদের পাশাপাশি দেশের গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

প্রসঙ্গত, চৌধুরী চরণ সিং ২৩ ডিসেম্বর ১৯০২ সালে উত্তর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেশের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি ২৮ জুলাই ১৯৭৯ থেকে ১৪ জানুয়ারি ১৯৮০ পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের সময় লবণ তৈরিতে অংশ নেন এবং জেলে যান। তিনি ২৯ মে ১৯৮৭ সালে মারা যান।

মধ্যপ্রদেশে ১৫০টি আসনে জিতবে কংগ্রেস, প্রবল আশাবাদী রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে ১৫০টি আসনে জিতবে কংগ্রেস। অত্যন্ত আশার সঙ্গে জানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

সোমবার রাহুল বলেছেন, ‘আমরা একটি বিশদ বৈঠক করেছি এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন বলছে, যেহেতু আমরা কর্ণাটকে ১৩৬টি আসন পেয়েছি, আমরা এখন মধ্যপ্রদেশে ১৫০টি আসন পেতে চলেছি।’

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, দলের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল এবং মধ্যপ্রদেশের দলের নেতাদের সঙ্গে রাহুল গান্ধী এদিন বৈঠক করেন।

দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের প্রধান কমলনাথ, দিগ্বিজয় সিং-সহ অন্যান্য নেতারা। এই বৈঠক শেষেই রাহুল গান্ধী জোর দিয়ে বলেছেন, মধ্যপ্রদেশে ১৫০টি আসনে জিতবে কংগ্রেস। রাহুলের কথায়, মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ১৫০টি আসন পাবে। কর্ণাটকের মতো আমরা মধ্যপ্রদেশেও জিততে চলেছি।

আয়ুষ্মান ভারত বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি : নির্মলা সীতারমন

মুম্বই, ২৯ মে (হি.স.): এনডিএ সরকারের ৯ বছরের পূর্তিতে কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বিজেপি নেত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, বিগত ৯ বছরে, দেশে ৩.৫ কোটিরও বেশি পাকা বাড়ি এবং প্রায় ১১.৭২ কোটি টয়লেট তৈরি করা হয়েছে।

সোমবার মুম্বইতে এনডিএ সরকারের ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেন, ১২ কোটি পরিবার বিশুদ্ধ জলের প্রাপ্যতা পেয়েছেন, যা জলবাহিত রোগ কমিয়েছে, নাগরিকদের কষ্ট কমিয়েছে এবং সময় বাঁচিয়েছে।

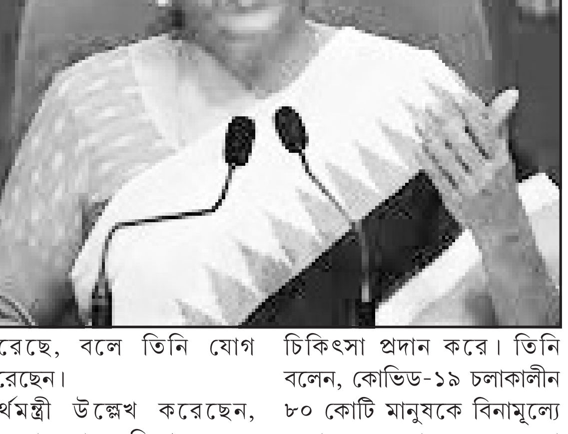

উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে ৯.৬ কোটি পরিবারকে বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে, যা বাড়িগুলিকে ধোঁয়ামুক্ত করেছে এবং মহিলাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করেছে, বলে তিনি যোগ করেছেন।

অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, আয়ুষ্মান ভারত বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি যা প্রায় পাঁচ লক্ষ সুবিধাভোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করে। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ চলাকালীন ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হয়েছে যা ইউরোপের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি।

রাঁচিতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই

রাঁচি, ২৯ মে (হি. স.) : রাঁচির নামকুমের খারসিদাগ ওপি এলাকায় ট্রাক ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় এক যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে।

জানা গেছে, তিন যুবক বাইকে করে আসছিলেন। অপরদিক থেকে আসা একটু দ্রুতগতির ট্রাকের সাথে বাইককের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রিমসে পাঠানো হয়েছে। খবর লেখা পর্যন্ত নিহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থীদের নাম চুড়ান্ত করতে মঙ্গলবার থেকে বৈঠক তৃণমূলের

কলকাতা, ২৯ মে (হি. স.) : পাখির চোখ পঞ্চায়েত নির্বাচন। মঙ্গলবার থেকে পরপর পাঁচদিন আগামী পঞ্চায়েতের ভোটে প্রার্থীদের নাম চুড়ান্ত করতে বৈঠক বসবেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

সোমবার তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা পরিষদের ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী নিয়ে ব্লকে ব্লকে প্রার্থীদের নাম নিয়ে চুড়ান্ত বিবেচনা করা হবে। সেই তালিকা রাজ্যস্তরে পাঠানো হবে। ৬ জুন জেলায় জেলায় ‘তৃণমূলে নবজোয়ার’ যাত্রায় কর্মীদের ভোটের ফলাফলের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা হবে। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবে রাজ্য তৃণমূল। এ প্রসঙ্গু পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, “প্রতিটি ব্লক থেকে পঞ্চায়েতে সম্পর্ক অভিযানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেই মতো জেলা থেকে একটা তালিকা করে কর্মীরা সম্পর্ক অভিযানে গিয়ে মানুষের সুবিধা অসুবিধা শুনবেন।”

প্রসঙ্গত, পর্যবেক্ষক হিসাবে রবিবার বোলপুরে কোর কমিটি ও জেলা কমিটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ফিরহাদ। পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত দলীয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। দুবরাজপুরের ব্লক সভাপতি ভোলা মিত্রকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দু’জনকে আহ্বায়ক করে ১৩ জনের ব্লক কমিটি গঠন করা হয়। সিউড়ি পুরসভার উন্নয়ন প্রসঙ্গে আগামী ৩০ মে সিউড়িতে কাউন্সিলরদের নিয়ে সাংসদ শতাব্দী রায় ও সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বৈঠকে বসবেন। রামপুরহাটের দোখলবাটিতে কোনও অঞ্চল সভাপতি ছিল না। রুহুল আমিনকে অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

অতিমারির ফলে অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে কিশোর-কিশোরীদের মস্তিষ্কের বয়স: গবেষণা

কোভিড অতিমারির কারণে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সম্প্রতি একটি গবেষণা থেকে এমনই তথ্য জানা গিয়েছে। ওই গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, কোভিড-১৯ এর সময়ের চাপ কিশোর-কিশোরীদের মস্তিষ্ককে শারীরিকভাবে বয়স্ক করে তুলেছে। বায়োলজিক্যাল সাইকিয়্যাট্রি: গ্লোবাল ওপেন সায়েন্স শীর্ষক জার্নালের প্রথম লেখক ইয়ান গোটলিব বলছেন, "ইতিমধ্যেই আমরা একাধিক গবেষণা থেকে জেনেছি, কোভিড অতিমারি যুবকদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু আমাদের কোনও ধারণা ছিল না যে, অতিমারি তাদের মস্তিষ্কের উপর শারীরিক ভাবে কোনও প্রভাব ফেলেছে কি না।" ২০২০ সালে স্ট্যানফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছিল, ২০১৯ সালের তুলনায় সে বছর প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে দুশ্চিন্তা এবং বিষণ্ণতার পরিমাণ অন্তত ২৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানীদের মতে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের গঠনে পরিবর্তন আসে। বয়ঃসন্ধিকালে এবং কিশোর বয়সে বাচ্চাদের দেহ হিপোক্যাম্পাস এবং অ্যামিগডালা উভয় ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করে। মস্তিষ্কের এই অংশগুলিই নির্দিষ্ট কিছু স্মৃতির অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করে এবং আবেগকে সংশোধন করতেও সাহায্য করে। ১৬৩ জন শিশুর MRI রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে গবেষণায় বলা হয়েছে, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিকাশ প্রক্রিয়া আগের থেকে অনেকটাই দ্রুততর হয়েছে। কারণ, তাঁরা কোভিড-১৯ অতিমারির সময় লকডাউনের অভিজ্ঞতা করেছিলেন। ওই গবেষণাপত্রের লেখক বলছেন, হিংসা, পরিবারের লোকজনের থেকে অবহেলার মতো একাধিক কারণ থেকে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়া শিশুদের মস্তিষ্কে এই ধরনের পরিবর্তন দেখা যেত, তা কোভিডের সময় লক্ষ্য করা গিয়েছিল অনেকের মধ্যেই। গোটলিবের কথায়, "অতিমারির আগে এবং পরে তুলনামূলক ভাবে যে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা বেড়েছিল তাই নয়। বরং কর্টিকাল থিকনেস, লার্জার হিপ্পোক্যাম্পাল, অ্যামিগডালা ভলিউম এবং অ্যাডভান্সড ব্রেনের বয়সও হ্রাস পেয়েছে।" স্ট্যানফোড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যানফোর্ড নিউরোডেভেলপমেন্ট, অ্যাফেক্ট অ্যান্ড সাইকোপ্যাথোলজি ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর গোটলিব আরও যোগ করে বললেন, "একটা বিষয়ে এখনও পরিষ্কার হওয়া যায়নি যে, পরিবর্তনগুলি দীর্ঘস্থায়ী হতে চলেছে কি না।" অতিমারির পর স্মৃতির সমস্যা সম্পর্কেও উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি আরও বলেছেন, এটি প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে স্বাভাবিক হলেও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এমনতর সমস্যা সত্যিই উদ্বেগজনক। গোটলিবের কথায়, "৭০ বা ৮০ বছর বয়সীদের মধ্যে স্মৃতির সমস্যা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু একজন ১৬ বছর বয়সীর যদি এখনই একজন বয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের মতো দশা হয়, তাহলে আমাদের আরও গুরুত্ব সহকারে বিষয়টা দেখতে হবে।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-লেখক জোনাস মিলার যোগ করেছেন, এই ফলাফলগুলি পরবর্তী প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে গুরুতর পরিণতি হতে পারে।

আপনার সন্তান কি সবসময় চোখ পিটপিট করে ? ট্যুরেট সিনড্রোমে আক্রান্ত নয় তো ?

ট্যুরেট সিনড্রোম এক ধরনের বহুমুখী স্নায়বিক ডিজঅর্ডার। সাধারণত ৬, ৮ বছরের বাচ্চাদের মধ্যে রোগের লক্ষণগুলি ফুটে উঠতে শুরু করে। যাদের পারিবারিক ইতিহাসে ট্যুরেট সিনড্রোম রয়েছে, তাদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। আর, পুরুষদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় তিন থেকে চার গুণ বেশি।

এখনও এই রোগের উপসর্গ বা চিকিতা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ধারণার অভাব রয়েছে।

এই রোগের প্রধান উপসর্গ মুদ্রাদোষ বা টিক্স। কিন্তু টিক্স থাকা মানেই সেটা ট্যুরেট সিনড্রোম নয়। ট্যুরেট সিনড্রোমে মূলত দু"ধরনের টিক্স দেখা যায় - মোটর টিক্স এবং ভোকাল টিক্স।

মোটর টিক্স- চোখ পিটপিট করা, কাঁধ ঝাঁকানো, নাক কাঁপানো, বারবার জিভ বার করা, বারবার ভ্রু উঁচু করা, আঙুল মটকানো, হাত মুঠো করা, লাথি মারা, নাক দিয়ে ফেঁস ফেঁস আওয়াজ করা - এগুলি মোটর টিক্স বলে গণ্য হয়।

ভোকাল টিক্স- গলা খাঁকারি দেওয়া, নাক সিটকানো, কাশি, গলা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ করা, বারবার ঢেকুর তোলা, শিস দেওয়া - এগুলি ভোকাল টিক্সের মধ্যে পড়ে। এই সমস্যা বাড়াবাড়ি হলে রোগী নিজের মনে গালিগালাজও করতে পারেন। টিক্সের তীব্রতা সময় বিশেষে কমতে বা বাড়তে পারে। এটি ৩০ শতাংশেরও কম রোগীদের মধ্যে দেখা যায়।

কাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি? ট্যুরেট সিন্ড্রোমের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হল টিক্স। এই রোগ সাধারণত ১৮ বছর বয়সের আগেই দেখা যায়। ৫-১০ বছরের বাচ্চাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই টিক্সগুলি দিনে অনেকবার ঘটে, প্রায় প্রতিদিন এবং এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বয়স বাড়ার সাথে সাথে উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

ট্যুরেট সিন্ড্রোম নির্ণয়- ট্যুরেট সিন্ড্রোম নির্ণয়ের জন্য কোন ল্যাব বা ইমেজিং পদ্ধতি নেই। এই রোগ ক্লিনিক্যালি নির্ণয় করা হয়। এই রোগের ডায়গনোসিস হয় মূলত রোগের ইতিহাস শুনে এবং রোগীকে দেখে। ট্যুরেট সিনড্রোম মানেই রোগীর টিকস থাকবে। মূলত ৪টি বিষয়ের উপরে এই রোগ নির্ণয় নির্ভর করে। এই ৪টি লক্ষণ থাকলে তবেই গণ্য হবে রোগীর ট্যুরেট সিনড্রোম আছে।

১) ব্যক্তির বয়স ১৮-র নীচে হবে।

২) মোটর এবং ভোকাল টিক্সের একাধিক উপসর্গ থাকবে।

৩) টিক্স দেখা দেওয়ার পরে এক বছর অবধি উপসর্গগুলি থাকবে।

৪) রোগীর টিক্সের কারণ কোনও ওষুধ বা অন্য কোনও নার্ভের অসুখ নয়।

ট্যুরেট সিনড্রোমে আক্রান্তদের মধ্যে যে যে ডিজঅর্ডার দেখা যায়

১) অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিজঅর্ডার (ঙ্গহঙ্গ), ট্যুরেট সিন্ড্রোমের ৬০ শতাংশ রোগীর মধ্যে দেখা যায়। এর লক্ষণ হল - বিভ্রান্তি, অমনোযোগিতা এবং হাইপারঅ্যাক্টিভিটি।

২) অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার (OCDŠ, ট্যুরেট সিনড্রোমে আক্রান্ত ২০ শতাংশ রোগীর মধ্যে ঘটে।

৩) ১০ শতাংশ রোগীর মধ্যে ডিপ্রেশনের মতো মুড ডিসঅর্ডার দেখা যায়।

৪) ট্যুরেট সিনড্রোমের অন্যান্য মানসিক ব্যাধি হল, স্ব-আঘাতমূলক আচরণ এবং উদ্বেগ।

চিকিৎসা- এই রোগের চিকিৎসায় কাউন্সেলিংয়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রফেশনাল কাউন্সেলিংয়ের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বেশ কিছু ওষুধও দেওয়া হয় এই রোগে। রোগের অবস্থা দেখে ওষুধ দেন চিকিতকরা। তবে যত কম ওষুধ প্রয়োগ করে রোগীকে ভাল রাখা যায়, সেই চেষ্টা করা হয়।

চাকুরিজীবী মহিলারা ওজন কমাতে অনুসরণ করুন এই ডায়েট টিপস

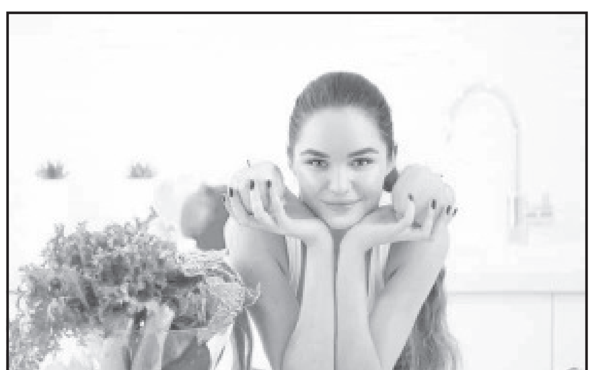

কর্মজীবী মহিলাদের অফিস শেষে নিজের বাড়িও সামলাতে হয়। ঘর ও বাহির একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে নিজেদের স্বাস্থ্যের দিকেই তারা ঠিকমতো নজর দিতে পারেন না। সময়মতো খাবার খেতে ভুলে যান। এর ফলে স্বাস্থ্যের নানা সমস্যা দেখা দেয়, এর সঙ্গে ওজনও বাড়তে শুরু করে। ফলে এমন কিছু খাবার রোজকার খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে, যাতে তারা এনার্জিও পাবে এবং ওজনও কমবে।

আজকের আর্টিকেলে রইল চাকুরিজীবী মহিলাদের জন্য বিশেষ ডায়েট টিপস - ভোরের ডায়েট সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে নিন। তারপর এক গ্লাস অর্থাত১০ এমএল আমলার রস, ৩-৪টে ভেজানো আখরোট এবং আমন্ড খান। সকাল ৮টার আগে ব্রেকফাস্ট ২টি ইডলির সঙ্গে সাম্বার অথবা ১টি ডিমের অমলেট ও ২টো ব্রেড, কিছু গ্রিল করা সবজি অথবা দইয়ের সঙ্গে ২টি ভেজিটেবল পরোটা অথবা ডালিয়া বা ওটসের সঙ্গে ২টি সেদ্ধ ডিমের সাদা অংশ খেতে পারেন।

মধ্য সকালের নাস্তা ডাব বা লেবু চিয়া সিড মিশ্রিত জল, যে কোনও একটি ফল বা রোস্টেড ছোলা, এর সঙ্গে এক কাপ চা বা কফি অথবা এক গ্লাস ফ্ল্যাক্সসিড বাটারমিল্ক। মধ্যাহ্নভোজ ১ বাটি ডাল, সঙ্গে সবুজ শাক সবজি, ১টি রুটি অথবা এক বাটি রাজমা বা ছোলা বা সয়াবিন তরকারি এবং এক বাটি সবজির সঙ্গে ১টি মাল্টিগ্রেন রুটি অথবা স্যালাড, এর সঙ্গে এক বাটি দই বা ডাল এবং এক বাটি ব্রাউন রাইস অথবা ঘরে তৈরি চিকেন বা সবজির কাঠি রোল। সন্ধ্যার জলখাবার গ্রিন টি বা দুধ চায়ের সঙ্গে ১-২টো মেরি বিস্কুটের সঙ্গে লো ফ্যাট মিল্ক এবং ৩০ গ্রাম হেলদি বাদাম এবং মুড়ি মাখা অথবা রোস্টেড মাখানা বা চিনাবাদাম চাট। রাতের খাবার লো ফ্যাট মিল্কের সঙ্গে এক মুঠো মুয়েসলি বা ওটস অথবা গ্রিলড চিকেন বা মাছের সঙ্গে সবজি অথবা ভেজিটেবল স্যুপের সঙ্গে পনির বা গ্রিল করা টফু স্যালাড অথবা ১টি মাল্টিগ্রেন রুটির সঙ্গে ভাজা সবজি।

শীতকালে বহু অসুখের হাত থেকে বাঁচাতে পারে এক চিমটে হলুদ

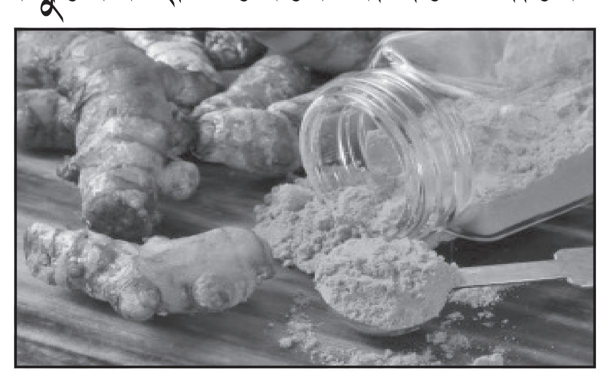

শীতকালে প্রায়ই আমরা জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভুগে থাকি। তাই ডায়েটে এমন কিছু মশলা রাখা উচিত যেগুলি আমাদের ইমিউনিটি বৃদ্ধিতে কার্যকর। এমনই একটি মশলা হল হলুদ। বহু অসুখের ঝুঁকি অনেকটা কমিয়ে দিতে পারে মাত্র এক চিমটে হলুদ। হলুদে রয়েছে কারকিউমিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এতে অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিভাইরাল গুণও উপস্থিত। হলুদ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে দারুণ কার্যকর।

শীতকালে বদহজম, জ্বর, সর্দি, কাশি থেকে মুক্তি দিতে পারে হলুদ। এছাড়াও, হলুদের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ থেকে দূরে রাখে এবং গলা ব্যথা প্রশমিত করতে সহায়তা করে। এছাড়া, শরীর থেকে দূষিত পদার্থগুলিকে বের করে অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্যও দারুণ উপকারী হলুদ। দেখে নিন, শীতকালে হলুদ কী ভাবে আপনার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করবেন -

১) হলুদ দুধ

হলুদ বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করে, গায়ে-হাতে ব্যথা কমায় এবং জয়েন্টের কার্যকারিতা উন্নত করে।

দুধ ভাল ভাবে ফুটিয়ে গ্লাসে ঢালুন। এতে হলুদ গুঁড়ো এবং গোলমরিচ গুঁড়ো মেশান। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে এটি পান করুন। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শীতকালে বহু মানুষের গাঁটে ব্যথার সমস্যা দেখা দেয়। হলুদ দুধ এই সমস্যা থেকে স্বস্তি দিতে পারে। ২) হলুদ চা গলা ব্যথা, কাশি, সর্দি সারাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি নিখুঁত প্রতিকার হলুদের চা।

জলে কাঁচা হলুদ কয়েক টুকরো দিয়ে ফোটান ভাল করে। তারপর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন কাপে। ৩) খুশকির জন্য হলুদের তেল

শীতকালের রুক্ষ শুষ্ক আবহাওয়ায় খুশকির সমস্যা আরও বাড়ে। গবেষণা অনুসারে, হলুদ খুশকি সারাতে এবং চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। একটি বাটিতে পরিমাণ মতো অলিভ অয়েল, নারকেল তেল মেশান ভাল করে। এর পর এতে কিছুটা হলুদ মিশ্রিত করুন। স্ক্যাল্পে এই তেল লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। ১৫ মিনিট রাখার পর শ্যাম্পু করে নিন।

একাকিত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইলে যেটা করতে পারেন

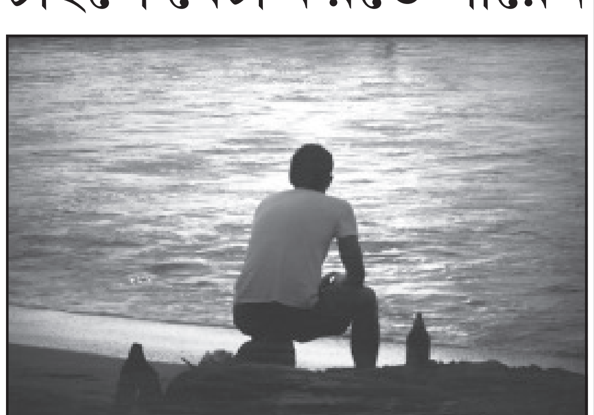

বর্তমান যুগে কাজের চাপে মানুষ নিজেকে সময় দেওয়া কিংবা তার আশপাশে থাকা মানুষকেও সময় দেওয়ার কথা ভুলে যায়। এতে একটা মানুষ তার জীবনে ধীরে ধীরে একা হয়ে যায়।একটা সময় এই একাকিত্বতা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, আশেপাশের সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কিছু করতে, শুনতে, কিছু বলতে ভালো লাগে না।

নিস্তব্ধতাময় জীবন যেন তখন মানুষের জীবনে নিত্য সঙ্গী হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়তেই মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। অনেকের মধ্যে আবার আত্মহত্যার চিন্তাও আসে।তবে এই একাকিত্ব থেকে বাঁচতে বেশ কয়েকটি টিপস মেনে চলতে পারেন। একাকিত্ব যদি আত্মহননের পথে নিয়ে যায়, তাহলে দ্রুত থেরাপিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। মনোবিদের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে দেখবেন আবারও বেঁচে থাকার আননদ ফিরে পাবেন।একটা বিষয় মাথায় রাখুন, আপনিই হয়ে ওঠুন নিজের সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী। নিজেকে সময় দিন। একা একা বেড়াতে যান। হতে পারে কোনো রেস্টুরেন্টে বসে কিছু খেলেন বা কোনো পছন্দের জিনিস নিজেকে উপহার দিলেন।

সর্বপোরি নিজের সঙ্গে সময় কাটান। দেখবেন, হালকা লাগছে নিজেকে।মন ভালো রাখেতে প্রকৃতির মতো বড় ওষুধ আর নেই। তাই প্রকৃতির কাছে যান। সমুদ্র, পাহাড় বা কাছাকাছি কোনো পার্কে ঘুরে আসতে পারেন। পছন্দের গান শুনুন। পারলে ছোটবেলার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করুন। সেই সব বন্ধুদের কাছে যান, যারা আসলেই আপনার জন্য সহযোগী।

শীতে টনসিলের ব্যথা দূর করার ঘরোয়া পদ্ধতি

শীতে টনসিলের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। আইসক্রিম, ঠাণ্ডা পানীয় খেলেই এই সমস্যার বাড়বাড়ন্ত হয় মূলত। ঢেঁক গিলতে ব্যথা, কথা বলতে গেলে গলায় কষ্ট- এগুলো টনসিলের ব্যথার খুব সাধারণ লক্ষণ। টনসিলের ব্যথা কমাতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া জরুরি। তবে হাতের কাছে সব সময় চিকিৎসক মেলে না। সব সময় চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার মতো অবকাশও থাকে না। তাই ঘরোয়া উপায়েও অনেক সময় আস্থা রাখতে হয়। লবণ জল: উষ্ণ গরম জলতে লবণ মিশিয়ে ভেপার নিলে এই সমস্যা অনেকটা দূর হয়। কিংবা গার্গেলও করতে পারেন। লবণ মেশানো গরম জল দিয়ে গার্গেল করলে জীবাণু দূর হবে। ফলে গলাব্যথাও অনেকটা কমবে। হলুদ মেশানো দুধ: টনসিলের ব্যথা কমাতে বেশ কার্যকরী একটি পানীয় হলো হলুদ মিশ্রিত দুধ। গলাব্যথা হলে শক্ত কোনো খাবার একেবারেই খাওয়া যায় না। এই সময় গরম দুধ খেলে গলায় আরাম পাওয়া যাবে। তবে শুধু দুধ না খেয়ে তাতে মিশিয়ে নিতে পারেন হলুদ। এর অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি উপাদান যে কোনো জীবাণুর সঙ্গে লড়তে সাহায্য করে। লেবু এবং মধু: ওজন কমাতে এই দুটি উপকরণের জুড়ি মেলা ভার। তবে মেদ ঝরানো ছাড়াও লেবু এবং মধু টনসিলের ব্যথা কমাতেও সমান উপকারী। এক গ্লাস উষ্ণ জলতে পুরো একটি পাতিলেবুর রস, এক চা চামচ মধু ও অল্প লবণ মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ দিনে তিন-চার বার খেতে থাকুন। গলাব্যথা বা টনসিলের কষ্ট কমবে অনেকটাই। গ্রিন টি ও মধু: এক কাপ জলতে আধ চা-চামচ গ্রিন টি ও এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে মিনিট দশেক ফুটিয়ে নিন। দিনে তিন-চার এই চা খান। গ্রিন টি-র অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। জীবাণুর সঙ্গে লড়তেও সাহায্য করে। মধুর অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল উপাদান যে কোনো প্রদাহ ও সংক্রমণে আরাম দেয়।

যেভাবে চললে গলব্লাডারে স্টোনের ঝুঁকি এড়ানো যায়

বর্তমান দিনে একটি অত্যন্ত পরিচিত অসুখ হল গলব্লাডার স্টোন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ গলব্লাডার স্টোনে আক্রান্ত। এর ফলে পেটে ও পিঠে তীব্র যন্ত্রণা হয়। কারও কারও ক্ষেত্রে আবার গলব্লাডারে হওয়া পাথর বাইল ডাক্টে এসে আটকে যায়।

এরফলে অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিস হয়। গলব্লাডার স্টোন হলে পিত্ত এসে ক্ষুদ্রান্তে মিশতে পারে না ফলে হজমের সমস্যা হয়। অনেকের ক্ষেত্রে আবার লিভারেও জমে যায় পিত্ত। যা থেকে লিভারের ক্ষতিও হয়। তবে চিকিতকদের মতে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলেই সহজেই এড়িয়ে চলা যায় এই গলব্লাডার স্টোনের ঝুঁকি। গলব্লাডার স্টোন কী, ও কোথায় হয়? আমাদের শরীরের পিত্তথলি বা গলব্লাডারে এই পাথর তৈরি হয়। পিত্তথলি বা গলব্লাডারের ভেতর পিত্তরসের কিছু পদার্থ জমে গিয়ে এই পাথরতৈরি হয়। গলব্লাডার বা পিত্তাশয়েই এই পাথর তৈরি হলেও অনেক সময় পিত্তনালীর বাইল ডাক্টেও এই গলব্লাডার স্টোন হতে পারে।

কেন হয় গলব্লাডার স্টোন? চিকিতকদের মতে আমাদের পিত্তরসে কোলেস্টেরল, বাইল সল্ট, বাইল পিগমেন্টের মতো একাধিক উপাদান থাকে। তবে এই সব উপাদান নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে। পিত্তরসে থাকা এই উপাদান গুলির অনুপাতের তারতম্য হলে তা পিত্তরসের ভারসাম্য নষ্ট করে। ফলে পিত্তরস কঠিন হয়ে জমে গিয়ে গলব্লাডার স্টোন তৈরি হয়।

গলব্লাডার স্টোনের উপসর্গ কী কী? গলব্লাডার স্টোনে আক্রান্ত হলে প্রথমে পেটের ডান পাশ ঘেঁষে যন্ত্রণা শুরু হয় যা ক্রমশ উপর দিকে উঠতে থাকে। এরপর পেটের মাঝখান বরাবর মানে ঠিক বুকের নিচে থেকে যন্ত্রণা হতে হতে তা পিঠের দিকে দুই কাঁধের মাঝ বরাবর অথবা ডান কাঁধের দিকে ছড়িয়ে যায়। এছাড়াও জন্ট্রনার হওয়ার পাশপাশি অনেকের গা-বমি ভাবও থাকে এবং বমিও হতে থাকে।

কাদের গলব্লাডার স্টোন হওয়ার সম্ভবনা বেশি? চিকিতকদের মতে গবেষণায় দেখা গিয়েছে যারা অতিরিক্ত অজনের সমস্যায় ভোগেন, যাদের বয়স ৪০-এর বেশি, যারা ফর্সা ত্বকের অধিকারী এবং নারীদের মধ্যে বেশি গলব্লাডার স্টোনে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

গলব্লাডার স্টোন এড়িয়ে চলার উপায়: গলব্লাডার স্টোন এড়িয়ে চলার জন্য নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করতে হবে। উপোস করা বা খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম করা গলব্লাডার স্টোনে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে যাতে স্থূলতা ও কোলেস্টেরলের সমস্যা দেখা না দেয়। স্থূলতা ও কোলেস্টেরলের সমস্যা থাকলে তা গলব্লাডার স্টোনএর ঝুঁকি বাড়ায়।

মাঙ্কিপক্সের নাম পরিবর্তনের পরিকল্পনা

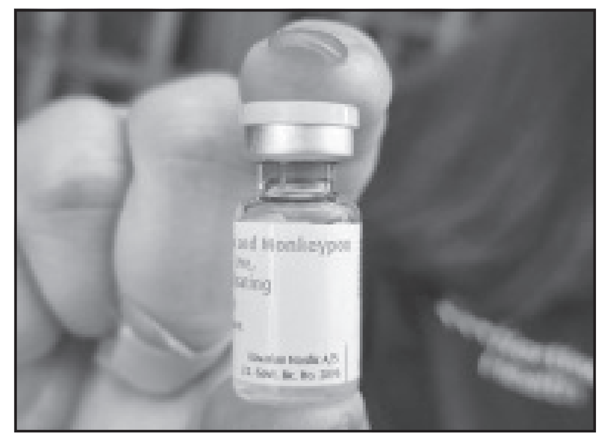

চলতি বছরের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখা মাঙ্কিপক্সের নাম পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এমনকি সংক্রামক এই ভাইরাসের নতুন নামও মনোনীত করেছে ডব্লিউএইচও। আর তা হচ্ছে- "এমপিওএক্স" বা এমপক্স। পলিটিকো আরো জানিয়েছে, মাঙ্কিপক্সের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটি বুধবারের প্রথম দিকে ঘোষণা করা হতে পারে।

মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের ক্রমবর্ধমান চাপের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডব্লিউএইচও। পলিটিকোর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, মাঙ্কিপক্সের নাম পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ডব্লিউএইচও"র নেতাদের অনুরোধ করেছিলেন বাইডেনের ঐ কর্মকর্তারা।

বিএসএফ-বিজিবি সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৯।। বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের সীমান্ত এলাকা ভূরুঙ্গামারীতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর মধ্যে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত উপজেলার সোনাহাট সীমান্তে পিলার ১০০৮-এর ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সোনাহাট স্থলবন্দরের সভা কক্ষে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিজিবি ২২ ব্যাটালিয়ন, কুড়িগ্রামের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আব্দুল মোত্তাকিম বিকেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন সেক্টর সদর দপ্তর রংপুরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মো. ইয়াছিন জাহান হোসেন এবং ভারতের বিএসএফের ভারতের আসামের ধুবরী সেক্টরের পক্ষে নেতৃত্ব দেন ডিআইজি শ্রী আশুতোষ শর্মা। বিজিবির পক্ষে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজিবি ২২ ব্যাটালিয়ন, কুড়িগ্রামের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আবদুল মোত্তাকিম, বিজিবি ১৫ ব্যাটালিয়ন, লালমনিরহাট এর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক, ৫১ বিজিবি রংপুর ব্যাটালিয়নের উপ অধিনায়ক, অন্যান্য স্টাফ অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার কম্পানি কমান্ডাররা উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, বৈঠকে সীমান্তে নজরদারী, যৌথ টহল বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধ, গরু, মাদক ও মানব পাচারসহ আন্তঃসীমান্ত অপরাধ বন্ধ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

এ ছাড়া দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের মাধ্যমে বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হয়।

ওভারহেড তারে বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে ৬ জনের মৃত্যু

ধানবাদ, ২৯ মে (হি.স.) : রেলের ওভারহেড তারে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৬ জনের। সোমবারের এই ঘটনার জেরে আচমকাই থমকে গেল হাওড়া-নয়াদিল্লি রুটের ট্রেন পরিষেবা। বন্ধ হয়ে যায় স্থানীয় স্টেশনগুলিতে লোকাল ট্রেন চলাচলও।

সোমবার দুপুরে কাতরাসের ধানবাদ রেলওয়ে ডিভিশনের নিচিতপুর রেলগেটের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। হাওড়া-নয়াদিল্লি রেলরুটে ধানবাদ এবং গোমোর মাঝামাঝি এই নিচিতপুর গেট। সেখানেই ২৫ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারে সকাল থেকে কাজ চলছিল। কাজ করছিলেন বিদ্যুৎকর্মীরা। রেল সূত্রে খবর, ওভারহেড তারটিতে কাজ করতে গিয়েই দুর্ঘটনাবশত হাই ভোল্টেজ বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঝলসে যান ৬ জন। রেল সূত্রে খবর, এই ঘটনায় আহতও হয়েছেন অনেকে।রেল সূত্রে জানা জানা গিয়েছে ডিআরএম-সহ ধানবাদ ডিভিশনের রেলের অন্যান্য আধিকারিক এবং রেলের চিকিৎসকরা সড়কপথে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। ধানবাদ থেকে মেডিকেল ভ্যানও আনা হয়েছে আহতদের চিকিৎসার জন্য।

প্রেমের টানে বাংলাদেশে গ্রেফতার, ৩ বছর পর ভারতে ফিরলেন যুবক

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৯।। ফোনে মিসড কল থেকে বাংলাদেশের এক তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ভারতের এক যুবকের। একপর্যায়ে তা প্রেমের সম্পর্কে রূপ নেয়। একসময় প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে চলে আসেন প্রেমিক। কিন্তু প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে বিজিবির হাতে ধরা পড়েন তিনি। সেই থেকে প্রায় তিন বছর বাংলাদেশের কারাগারে বন্দি ছিলেন। অবশেষে মুক্তি পেয়ে ভারতে ফিরেছেন আমফান শেখ নামে ওই যুবক।

জানা যায়, আমফান অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গীতে। জীবিকার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে কেরালায় গিয়েছিলেন কাজ করতে। সেখান থেকেই ফোন নম্বর পেয়ে মিসড কলে আলাপ ও পরে প্রেম হয় বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুরের এক তরুণীর সঙ্গে। ২০২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছান আমফান শেখ। প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করে একদিন থাকার পর ১১ সেপ্টেম্বর ফেরার পথে বিজিবির হাতে গ্রেফতার হন তিনি। আমফানের অভিযোগ, প্রেমিকার পরিবারের সদস্যরাই তাকে বিজিবির হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ওই ঘটনায় আমফানের তিন মাসের জেল হয়েছিল।

কিন্তু বন্দি ফেরত প্রক্রিয়ার আইনি জটিলতায় কেটে যায় তিন বছর। অবশেষে গত ২৫ মে ভারত-বাংলাদেশের হাইকমিশন পর্যায়ে অনুমতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গের গেদে সীমান্তে আমফানকে বিএসএফের হাতে তুলে দেয় বিজিবি। সেখান থেকে সোজা জলঙ্গীর বাড়িতে ফেরেন আমফান শেখ। আমফানের বাবা ইসমাইল শেখের কাঠের ব্যবসা রয়েছে। ২০১৭ সালে মাধ্যমিক পাস করার পর আর পড়াশোনা করেননি আমফান। এরপর থেকে বাবার দোকানে কাজ করতেন। সেখানে বিশেষ সুবিধা না হলে মাঝে মধ্যে কেরালায় যেতেন। কেরালায় কাজে গিয়ে একবার আকাশ শেখ নামে একজনের সঙ্গে পরিচয় হয় আমফানের। আকাশ শেখ সম্পর্কে তার প্রেমিকার চাচা। আকাশের মোবাইল ফোন থেকেই আমফান তার প্রেমিকার নম্বর নিয়েছিলেন।

কমিশনারহীন রাজ্য নির্বাচন কমিশন, নবান্নর পাঠানো নামে সম্মতি দেননি রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৯ মে (হি.স.) : রবিবার মেয়াদ শেষ হয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাসের। কে নতুন কমিশনার হবেন তা নিয়ে মধ্যে এখনও জট কাটেনি রাজ্য-রাজ্যপালের। রাজ্যের তরফে নতুন কমিশনারের নাম পাঠানো হলেও সেই ফাইলে সই করেননি রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

ফলে বর্তমানে কমিশনারহীন রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হল সাংবিধানিক পদ। সাধারণভাবে তা শূন্য থাকার কথা নয়। যদিও অতীতেও দেখা যায়, সেই পদ শূন্য ছিল। প্রাক্তন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্র কুমার সিংয়ের মেয়াদ শেষের পর নতুন কমিশনার হিসাবে সৌরভ দাসের দায়িত্ব পর্বে ২৪ দিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদ শূন্য ছিল।

সম্প্রতি নবান্ন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদের জন্য অবসরপ্রাপ্ত আইএএস রাজীব সিনহা-র নাম পাঠিয়েছিল রাজভবনে।

সেই সময় সি ভি আনন্দ বোস রাজ্যের কাছে জানতে চায় কমিশনারের পদ শুধুমাত্র রাজীব সিনহার নাম কেন? এরপরই রাজ্যের তরফে আইএএস অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অজিত রঞ্জন বর্ধনের নাম পাঠানো হয় রাজভবনে। তবে, এখনও পর্যন্ত কোনও নামেই সম্মতি দেননি রাজ্যপাল।

বিপুল পরিমাণ হেরোইন সহ গ্রেফতার দুই পাচারকারী

কলকাতা, ২৯ মে (হি. স.) : বিপুল পরিমাণ হেরোইনসহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসপিএফ)। উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত আন্ধারমানিক সম্মিলনী লো বেসিক স্কুলের সামনে পোস্ট অফিস মোড় থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ধৃতদের নাম নাসিরুদ্দিন গাজী (৩৪) ও অতনু সাহা (২৬)। নাসিরুদ্দিন বসিরহাটের বাসিন্দা আর অতনু বনগাঁর বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে এক কেজি হেরোইন, একটি মোটরসাইকেল, দুটি মোবাইল ফোন ও ৩০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বাদুড়িয়া থানায় এনডিপিএস আইনের ধারায় এফআইআর নথিভুক্ত করে এই বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফের দ্বন্দ্ব রাজস্থান কংগ্রেসে মধ্যস্থতায় আজ বৈঠকে খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (হি.স.) : ফের রাজস্থান কংগ্রেসে প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্ব। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং সচিন পাইলটের মধ্যে ফের মতোবিরোধ দেখা দিয়েছে। তা নিয়ে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এবার দিল্লিতে দুই নেতার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনায় বসছেন কংগ্রেস সভাপতি। এ বছর রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই দুই শীর্ষনেতার মধ্যে তৈরি হওয়া মতানৈক্য মেটাতে তৎপর হয়েছে হাইকমান্ড। কংগ্রেসের এক শীর্ষনেতা জানিয়েছেন, গেহলট এবং পাইলটের সঙ্গে আজই দিল্লিতে বৈঠক করবেন খাড়গে।

দিল্লিতে যে এই বৈঠক হচ্ছে, তার নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকেও। সেখান থেকে বলা হয়েছে রাজধানীতে রাজস্থান হাউসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন গেহলট। এই সফরেই তিনি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তবে, অশোক গেহলট এবং সচিন পাইলটের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলবেন তিনি।

উল্লেখ্য, পাইলট রাজস্থান সরকারের কাছে তিন দফা দাবি রেখেছিলেন। সেই দাবিগুলি এ মাসের মধ্যে পূরণ না হলে তিনি রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ শুরু করবেন বলে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

দিল্লিতে ১৬ বছরের কিশোরী হত্যা মামলার অভিযুক্ত গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (হি.স.): দিল্লিতে ১৬ বছরের এক দিল্লিতে ১৬ বছরের কিশোরী হত্যা মামলার অভিযুক্ত গ্রেফতার, সাহিলকে পাকড়াও করল পুলিশকে হত্যা মামলার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার অভিযুক্তকে সাহিলকে পাকড়াও করেছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, ১৬ বছরের ওই কিশোরীকে কুপিয়ে খুন করে তার প্রেমিক। ওই কিশোরী উত্তর-পশ্চিম দিল্লির শাহবাদ ডেইরির জেজে কলোনির বাসিন্দা। ১৬ বছরের কিশোরীকে পাথর দিয়ে আঘাত করার আগে একাধিকবার ছুরি দিয়ে কোপায় সে।

আউটার দিল্লির অতিরিক্ত ডিসিপি রাজা বন্থিয়া জানিয়েছেন, অভিযুক্তের (সাহিল) বয়স ২০ বছর। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের জন্য ৬টি টিম গঠন করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। এ ব্যাপারে তার বাবা-মা সহযোগিতা করছেন। মেয়েটিকে মৃত অবস্থায় আনা হয় এবং ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে।

চারদিনের সফরে আজ হিংসাজর্জর মণিপুর আসলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ

ইমফল, ২৯ মে (হি.স.) : চারদিনের সফরে আজ সোমবার হিংসাজর্জর মণিপুর আসলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

আজ সোমবার রাত নয়টা (৯:০০টা) নাগাদ বিএসএফ-এর উড়ানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইমফলে বীর টিকেন্দ্রজিত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। এখানে এসে তিনি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে স্বাভাবিকতা পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরিকল্পনা করবেন। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর চার দিনের সফরকালে দফায় দফায় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

এছাড়া রাজ্যের সুশীল সমাজ, মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথেও পৃথক পৃথকভাবে বৈঠক করবেন অমিত শাহ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেই সম্প্রদায়কে তফশিলি উপজাতি (এসটি) তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মণিপুর সরকারকে এক নির্দেশ দিয়েছিল। এর প্রতিবাদে গত ৩ মে 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, মণিপুর'-এর উদ্যোগে মণিপুরের কয়েকটি উপজাতি সংগঠন 'সংহতি মিছিল'-এর আয়োজন করেছিল। এর পর থেকে জাতিগত সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে মণিপুর। বিশেষ করে জ্বলছে রাজ্যের পার্বত্য জেলাগুলি। ইতিমধ্যে সেনা ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুক, বোমা লড়াইয়ে দুই পুলিশ কমান্ডো সহ ৭৫ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

এবছর বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ গুণ হারে।সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন সেদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। সোমবার সচিবালয়ে কোভিড টিকা এবং ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়ে জাহিদ মালেক বলেন, এ বছর জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১৭০৪ জন ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। রোগীর সংখ্যা গতবারের তুলনায় ৫ গুণ বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

তিনি বলেন, ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ায় যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল যাতে প্রস্তুত থাকে, চিকিৎসক এবং নার্সদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। হাসপাতালে করোনা এবং ডেঙ্গুর জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে আড়াই হাজার নার্স-ডাক্তারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ডেঙ্গু সচেতনতায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, মসজিদের ইমাম এবং সেনাবাহিনীর সহায়তা নেওয়া হয়েছে। প্রচার প্রচারণার জন্য ব্যানার-পোস্টার তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে সভা করা হয়েছে। যদি কোনো জরুরি ব্যবস্থা নিতে হয়, তার জন্য প্রস্তুতি রয়েছে।

তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। কেউ আক্রান্ত হলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসুন। চিকিৎসা নিলে ডেঙ্গু ভালো হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসার জন্য একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে।

সোমবার দুদিনের দিল্লি সফরে মুখ্যমন্ত্রী গেহলট

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (হি.স.) : আজ সোমবার সকালে দিল্লি পৌঁছলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। রাজস্থান হাউসের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ৩০ মে জয়পুরে ফিরবেন তিনি।এদিন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং শচীন পাইলটকে ঘিরে বিভিন্ন 'ফর্মুলা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে গেহলট বলেন, 'আমার জীবনে আমি কংগ্রেসে এমন একটি ঐতিহ্য দেখিনি যে কোনও নেতা কিছু দাবি করেন বা হাইকমান্ড তাকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কোন পদ চান। হাইকমান্ড এবং কংগ্রেস দল এতটাই শক্তিশালী যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে না যে আপনি কাউকে শান্ত করার এমন প্রস্তাব দিয়েছে।

সূচি অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী গেহলট জয়পুর থেকে এদিন সকাল ১১ টায় একটি বিশেষ বিমানে পৌঁছান। বিকেল ৫টায় রাজস্থান হাউসের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর দিল্লিতে রাত কাটাবেন তিনি। পরদিন ৩০ মে মুখ্যমন্ত্রী দুপুর ১২ টায় দিল্লি ত্যাগ করবেন এবং দুপুর ১ টায় জয়পুর পৌঁছবেন।

দুরন্ত হলান্ড,এক মৌসুমেই জিতলেন ৯টি পুরস্কার

লন্ডন, ২৯ মে (হি.স.) : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে (ইপিএল) দুর্দান্ত এক মরশুম পার করলেন আর্লিং হলান্ড। পারফরম্যান্সে দ্যুতি ছড়িয়ে জিতে নিয়েছেন ৯টি ব্যক্তিগত পুরস্কার।

রবিবার ছিল ইপিএলের শেষ দিন। ইউরোপের অন্যতম সেরা লিগটিতে সর্বোচ্চ গোল স্কোরার হয়ে হলান্ডের হাতে উঠলো সোনার বুট।

চলতি মরশুমে তিনি বইয়ে দিয়েছেন গোলের বন্যা। ভেঙেছেন প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড। লিগে ৩৫ ম্যাচ শেষে তার গোলসংখ্যা ৩৬। লিগটিতে এর আগে সর্বোচ্চ ৩৪ গোলের রেকর্ড ছিল যৌথভাবে অ্যান্ডি কোলে ও অ্যালান শিয়ারের দখলে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে চলতি মৌসুমে ৫১ ম্যাচে ৫২ গোল করেছেন হলান্ড। তারই পুরস্কার এই গোল্ডেন বুট।

কয়েক দিন আগে তিনি জিতেছেন ফুটবলার রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার। এপ্রিলে দুবার প্রিমিয়ার লিগের মাসসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর ২০২২ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরে জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগের 'ফ্যান্স প্লেয়ার অব ধর্ম মান্থ'-এর পুরস্কার।

বিলেতের জাতীয় সঙ্গীতকে হাতিয়ার করে মোদীকে বিঁধলেন মহুয়া

কলকাতা, ২৯ মে (হি. স.) : নয়া সংসদ ভবন পেয়েছে দেশ। জমকালো অনুষ্ঠান করে রবিবার নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাহুল গান্ধীর পর সোমবার একই সুর ধ্বনিত করলেন মহুয়া মৈত্র। বিলেতের জাতীয় সঙ্গীতের এরটি অংশ তুলে প্রধামনন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন তৃণমূল সাংসদ।

বিলেতের জাতীয় সঙ্গীত লেখা হয়েছে রানির মঙ্গল কামনায়। আর তাই তাঁকে রক্ষা করার আর্তি রয়েছে সেদেশের জাতীয় সঙ্গীতে। সেই বিষয়টিকে তুলে ধরেই মহুয়া টুইটে সোমবার সকালে লিখলেন, 'প্রজাতন্ত্র মৃত। ভগবান রাজাকে রক্ষা করুন।' লেখার সঙ্গে হাতে সেঙ্গল ধরা প্রধানমন্ত্রীর একটি ছবিও তুলে ধরেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ। এর আগে একই সুরে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী।

প্রসঙ্গত, রবিবার নয়াদিল্লির এই অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল তৃণমূল থেকে শুরু করে কংগ্রেস-সহ ২০টি বিরোধী দল। শুধু নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন নয়, ঐতিহাসিক সেঙ্গলকে লোকসভায় স্থাপিত করেন মোদী। তার আগে যথাবিধ নিয়ম মেনে পুজোপাঠও হয়। পুরো ঘটনাটিকে "মোদির রাজ্যাভিষেক" বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি বিরোধী শিবির।

বীর সাভারকারের চরিত্রের জন্য ২৬ কিলো ওজন কমিয়েছেন রণদীপ হুডা

রবিবার বীর সাভারকারের ১৪০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রণদীপ হুডা অভিনীত 'স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকার' এর টিজার প্রকাশিত হয়েছে। এই ছবির মাধ্যমেই পরিচালক হিসেবে অভিষেক হচ্ছে রণদীপের। এই ছবির প্রযোজক আনন্দ পণ্ডিত শুটিং চলাকালীন কিছু তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিনায়ক দামোদর সাভারকরের চরিত্রে অভিনয় করতে রণদীপ ২৬ কিলো ওজন কমিয়েছেন।

মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, প্রযোজক আনন্দ পন্ডিত একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাতারে বলেছেন, রণদীপ হুডা এই চরিত্রের জন্য ১৮ নয়, ২৬ কেজি ওজন কমিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তিনি চরিত্রটিতে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে, পর্দায় সাভারকারকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি কোনও কসরত রাখেননি।' শুটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ৪ মাস দিনে মাত্র একটি খেজুর এবং এক গ্লাস দুধ খেতেন, জানিয়েছেন আনন্দ পণ্ডিত। শুধু তাই নয়, এই চরিত্রের জন্য রণদীপের টাক হয়ে গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন আনন্দ পণ্ডিত।

এর আগে মহেশ মাঞ্জরেকার এই ছবিটি পরিচালনা করার কথা ছিলেন, কিন্তু তারিখের মিল না হওয়ার কারণে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তারপরে রণদীপ হুডা ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন। এদিকে, টিজার প্রকাশ করা হলেও, দর্শকরা কবে বড় পর্দায় ছবিটি দেখতে পাবে সে সম্পর্কে নির্মাতারা কিছুই প্রকাশ করেননি।

ভোররাতে কিয়েভে ব্যাপক বিস্ফোরণ, হতাহতের খবর নেহ

কিয়েভ, ২৯ মে (হি. স.) : ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে সোমবার ভোররাতে ব্যাপক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। তবে এই বিস্ফোরণের জেরে হতাহতের খবর নেই। কিয়েভে প্রায় ছয়টি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। তবে এগুলো বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্র আটকানোর শব্দ নাকি ভূমিতে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতের শব্দ- তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট হওয়া যায়নি।

খবরে বলা হয়েছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির রাজধানী কিয়েভে বিমান হামলার সতর্কতা সক্রিয় হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। সাইরেন বাজানো এবং শহরের উপর দিয়ে ড্রোন কিংবা ক্ষেপণাস্ত্র আসার মধ্যকার সময়ের ব্যবধান অস্বাভাবিকভাবে খুবই কম। কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো টেলিগ্রামে বলেছেন, 'শহরের কেন্দ্রীয় জেলাগুলোতে বিস্ফোরণ হচ্ছে! সুতরাং আশ্রয়কেন্দ্রে থাকুন!'

কিয়েভ শহরের সামরিক প্রশাসন বলেছে যে, রাজধানীর ওবোলোনস্কি জেলার একটি রাস্তায় 'জ্বলন্ত ক্ষেপণাস্ত্রের টুকরো নিভানোর জন্য' উদ্ধার ও অগ্নিনির্বাপক পরিষেবা মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয় কর্মকর্তারা সোমবার বলেছেন, রাশিয়া ইউক্রেনের পশ্চিম খমেলনিটস্কি অঞ্চলে একটি সামরিক স্থাপনাসহ গুদামে হামলা চালিয়েছে। অথচ সাধারণত ইউক্রেনের পক্ষ থেকে সামরিক স্থাপনায় হামলার কথা প্রচার করা হয় না। খমেলনিটস্কি আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসন টেলিগ্রামে বলেছে, 'এই মুহূর্তে জ্বালানি এবং লুব্রিকেন্টের গুদাম এবং সামরিক সম্পদের স্টোরেজগুলোতে ফায়ার স্থানীয়করণের কাজ চলছে।'

ধর্মনগরে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি পরিদর্শন করলেন সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে সংখ্যালঘু ও সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়ন সবচেয়ে বেশি ত্বরান্বিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি। ধর্মনগরের পদ্মপুর ডিএনভি রোড এবং কলেজ রোডে ওয়াকফ বোর্ডের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি। ডিএনভি রোডে ৪৮ টি স্টল নিয়ে একটি মার্কেট তৈরি হচ্ছে ধর্মনগরে। সেই মার্কেট পরিদর্শন করে সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি বলেন, বিজেপি সরকার গত পাঁচ বছরে অনেক উন্নয়ন মূলক কাজ করেছে। সবকা সাথ সবকা বিকাশের লক্ষ্যে ধর্মনগরে দুই কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মাণ করা হচ্ছে ৪৮ টি স্টল নিয়ে একটি মার্কেট। তিনি বলেন অনেকে বলে বিজেপি সংখ্যা লঘু বিরোধী দল ,যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি বলেন বিজেপি একমাত্র ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার। যার ফলে এই রাজ্যে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে।

বিশালগড়ে

● **প্রথম পাতার পর**

ঘরে পরিবারের কেউ ছিল না। এর মধ্যেই ঘরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জোয়ানরা ঘটনা স্থলে ছুটে যায়। এরই মধ্যে একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে বাড়ির ঘরগুলো কোনোভাবেই রক্ষা করা যায়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে দীপকচন্দ্র দত্ত ছুটে আসেন। তিনি জানিয়েছেন নগদ ৭২ হাজার টাকা ,সোনা গয়না ,আসবাবপত্র সহ সবকিছু পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। ফলে তিনি অসহায় হয়ে পড়েছেন। কিভাবে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে অবশ্য বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। বিশালগড় থানার পুলিশ ও অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

দুর্নীতি মুক্ত

● **প্রথম পাতার পর**

কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। আগামী দিনে ত্রিপুরায় এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল তৈরি হবে বলে আশা ব্যক্ত করে বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, শীগ্রই আগরতলা থেকে চট্টগ্রাম বিমান পরিষেবা চালু করা হবে।

তিনি আরও বলেন, এই নয় বছরে দেশে ৩৯০ টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে গরীব অংশের মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেছেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর নেতৃত্বে জনঔষধি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এই জনঔষধি কেন্দ্রে মানুষ কম মূল্যে ঔষধ পাচ্ছেন।

তাঁর দাবি, ১৪০ কোটি দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরনে এবং কৃষি, বিজ্ঞান, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুনগত শিক্ষার প্রসার এবং নারী ক্ষমতায়ন সহ সবক্ষেত্রেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিজেপি সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

তারঁ কটাক্ষ, পূর্বতন সরকার দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নয় বছরের কার্য্যকালে প্রমাণ করে দিয়েছেন দুর্নীতি ছাড়াও একটি সরকার পরিচালনা সম্ভব।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডিব্রুগড়ের সঞ্জয় দাস গড়লেন বিশ্ব রেকর্ড

আগরতলা, ২৯ মে।। আসামের ডিব্রুগড়ের ৩৩ বছর বয়সী ছেলে সঞ্জয় দাস একটি বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করেছে এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৬টি ব্যবস্থাপনা শংসাপত্র অর্জন করে আন্তর্জাতিক রেকর্ড বুক অফ রেকর্ডসে

নিজের নাম লিখিয়েছে। তিনি মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৬টি ম্যানেজমেন্ট সার্টিফিকেট অর্জন করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস এবং আসাম বুক অফ রেকর্ডসে তার নাম তালিকাভুক্ত করেছেন।

সঞ্জয় দাস একজন বিটেক এবং এমবিএ স্নাতক এবং বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে ইনফোসিস লিমিটেডে কর্মরত। ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডস টুইটারে নিয়ে গিয়ে সুসংবাদ ঘোষণা করেছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে অর্জিত 'সর্বোচ্চ অনলাইন ব্যবস্থাপনা শংসাপত্র' এর বিশ্ব রেকর্ড ২৯ শে মার্চ ২০২৩ তারিখে ডিব্রুগড় (আসাম) থেকে সঞ্জয় দাস অর্জন করেছিলেন।

সঞ্জয় দাস বলেন, 'আমি এই রেকর্ডটি নিয়ে অনেক দিন ধরে গবেষণা করছিলাম। একটি সমীক্ষা করার পরে আমি জানতে পেরেছি যে রাজ্য স্তরের রেকর্ডে ১০ দিনে ৩৩টি শংসাপত্র অর্জনের রেকর্ড রয়েছে এবং ২০টি ম্যানেজমেন্ট সার্টিফিকেট অর্জনের রেকর্ড রয়েছে। ১ দিনে বিশ্ব-স্তরের রেকর্ডে। তারপর, আমি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় স্তরে রেকর্ড তৈরি করার পরিকল্পনা শুরু করি। ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে, আমি আমার কাজ শুরু করি সকাল ৩.৩০ টায়। মূল বিষয় ছিল একটি কোর্স করা এবং প্রতিটি কোর্সে ৮০ শতাংশ পেতে এবং তারপর আমরা তাতণিক সার্টিফিকেট পেতে পারি। আর রাত ১১:৩০ টার মধ্যে আমি মোট ২৬টি সার্টিফিকেট পেয়েছি। তারপর আমি পরের দিন রেকর্ডের জন্য আবেদন করেছিলাম।'

মানিক সরকার

● **প্রথম পাতার পর**

কমিউনিস্টরা এভাবেই সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার রক্ষায় রক্ত ঝরিয়েছে সে বারবার এটাও ইতিহাস। তাই ত্রিপুরাতেও কমিউনিস্ট রয়েছে বলে সন্ত্রাসের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে শাসকগোষ্ঠী। রাজ্যে সন্ত্রাস বন্ধ না হলেও তার চেহারা পাল্টেছে। কারণ সরকারের নেতৃত্বরা বুঝতে পেরেছে সন্ত্রাস তৈরি করে জনগণের ভীতি সৃষ্টি করা যায় কিন্তু জনমত তৈরি করা যায় না। তার প্রমাণ মানুষ এখন তার ক্ষোভ প্রকাশ্যে ব্যক্ত করছে। তাই তিনি বলেন ঘরে বসে থাকার সুযোগ নেই এখন। প্রত্যেকটি সংগঠনের নেতৃত্ব কে পৌঁছাতে হবে জনগণের কাছে।

জনগণের দাবি আদায়ের জন্য প্রতিনিয়ত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। যাতে মানুষ বুঝতে পারে তাদের চিন্তা চেতনা ঠিক আছে। তখন মানুষ আপনার পাশে এসে দাঁড়াতে বাধ্য। এইভাবে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে রাজনৈতিক পাঠ দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি বলেন ২০১৮ নির্বাচন আর ২৩ শে নির্বাচনের মধ্যে ফারাক রয়ে গেছে এ বিষয়গুলি বিজেপি সরকার বুঝতে পেরেছে। কোথায় কিভাবে কি কারণে টায়টায় আসন নিয়ে সরকার গড়তে হয়েছে সেটাও মানুষের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। ভাগ না হলে বা মথার ভূমিকা না থাকলে দ্বিতীয়বার যে বিজেপি সরকার ফিরে আসা সম্ভাবনা ছিলনা তা তারা বুঝতে পেরেছেন ভালোভাবে।

তিনি বলেন হিসাব করে দেখা গেছে বামেদের এস সি আসনের ভোট কমেনি। ভোট কমেছে উপজাতি আসনে। জাতীয় পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মানিকবাবু বলেন ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে যতই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন বিরোধীরা যে পাল্টা ভূমিকা নিচ্ছে তা আগামী ১২ জুন বোঝা যাবে। তাই তিনি বাম নেতাকর্মীদের কাছে আহ্বান রাখলেন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজ বদল করতে হলে রক্ত ঝরবে, ইট পাটকেল পড়লে ভয় পেলে চলবে না। প্রয়াত বিধু ভূষণ মালাকারের সংগ্রামী জীবন থেকে এই শিক্ষা নিতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস ছাড়াও বাম নেতা নকুল দাস রতন ভৌমিক প্রমূখ।

উন্নয়নমূলক কাজ

● **প্রথম পাতার পর**

পঞ্চায়েত সদস্য নেই। বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্যা সরকারি চাকরি পাওয়ার কারণে তিনি পদত্যাগ করেন এবং কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্যা ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করার কারণে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ তে।

আজকের এই ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেন সিপিএমের চারজন পঞ্চায়েত সদস্য এবং কংগ্রেসের একজন পঞ্চায়েত সদস্য। আজকের এই প্রধান এবং উপ- উপপ্রধান নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ উপস্থিতি না হওয়ার কারণে পিছিয়ে যায় প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচন। কবে নাগাদ হবে প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচন তা এখনো নিশ্চিত ভাবে কোন কিছু বলা যাচ্ছে না।

মুখ্যমন্ত্রী

● **আটের পাতার পর**

তিনি প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি প্রকল্পে রাজ্যের অগ্রগতির কথা বৈঠকে তুলে ধরে জানান এই প্রকল্প ১০৯.১৯ কোটি টাকা মূল্যের ৮টি প্রকল্প চিহ্নিত করে অর্থ ম'রির জন্য ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব ইণ্ডাস্ট্রি এণ্ড ইন্টারনেল ট্রেডের (ডিপিআইআইটি) কাছে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি প্রকল্পের জন্য ৩৫ কোটি টাকা ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের অধীন ব্যয় দপ্তরের ম'রি পাওয়া গেছে। এছাড়াও তিনি দ্য ত্রিপুরা ইন্টিগ্রেটেড লজিস্টিক পলিসি ২০২২ এর কথাও বৈঠকে উল্লেখ করেন। নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রীদের কনক্লেভেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা অংশ নেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই কনক্লেভে ফ্ল্যাগশীপ প্রোগ্রামের বিভিন্ন সাফল্য ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী যে ১৩টি পয়েন্টের উপর কনক্লেভে আলোচনা হয়েছে তার মুখ্য বিষয়গুলি তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) ৬ মাসের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যের সাফল্য ৭৩ শতাংশ। মোট ৮২,২১৭টির বেশি ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, এর মধ্যে ৫৭ হাজার ৪০টি ঘর নির্মিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) রাজ্যের সাফল্যের হার ৯১.১৯ শতাংশ। এর জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা। মোট ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৮৯ জন সুবিধাভোগী উপক'ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের এই সাফল্যের জন্য প্রশংসাও মিলেছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপাও জটেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জল জীবন মিশনে রাজ্যের সাফল্যের হার ৬২.১৪ শতাংশ। আগামী ডিসেম্বর, ২০২৩-এর মধ্যে বাকী কাজ শেষ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আয়ুমান ভারত প্রকল্পে ৯৪.৬২ শতাংশ সফলতা অর্জন করেছে রাজ্য। পিএম গ্রাম সড়ক যোজনায় ৮৮ শতাংশ এবং পিএম জীবন জ্যোতি প্রকল্পে ৮১ শতাংশ সফলতা অর্জিত হয়েছে। কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে রাজ্যে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ক'ষক উপক'ত হয়েছেন। এই ক্ষেত্রে সাফল্যের হার ৯৮ শতাংশ। কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রদানে রাজ্যের সফলতার কথা মুখ্যমন্ত্রী কনক্লেভে তুলে ধরেন। অটল পেনশন যোজনায় ৭৩ শতাংশ সফলতা এসেছে। স্ব-নিধি যোজনার উপর প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্ট্রিট ভেণ্ডারদের আর্থ সামাজিক বিকাশের জন্য এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত রাজ্যের সাফল্যের হার ৭০ শতাংশ। জিএসটি সংগ্রহের উপর রাজ্য সরকার কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। বৈঠকে জিএসটি সংগ্রহের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এবং সচিব ডঃ পি কে চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউর রাজ্য নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব।

পিআরটিসি

● **প্রথম পাতার পর**

সেই সুযোগ পাননা। কারণ ওই রাজ্যগুলির মধ্যে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক আছে। তাই ত্রিপুরার বেকার ছেলেমেয়েরা যেন নিজ রাজ্যে চাকুরির সুযোগ পায় তার জন্যেই ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছে বলে জানান তিনি।

ডেপুটেশন

● **প্রথম পাতার পর**

প্রধান কালে মহিলা সংগ্রাম সমিতির নেত্রীরা অভিযোগ করেন প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় প্রতিটি বাড়ি বাড়িতে নেশায় আসক্ত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

তাতে একদিকে যেমন পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক তেমনি সমাজে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হচ্ছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে পুলিশে প্রশাসন নেশাখোর ও নেশা কারবানিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সমাজে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রামনগর পুলিশ ফাঁড়িতে এই ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

দেবে সিট্যু

● **প্রথম পাতার পর**

অবসরের মেয়াদ ৬০ থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হোক। অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের নূন্যতম পেনশন নয় হাজার টাকা ও বয়স্ক ভাতা চালু করার ও দাবি জানিয়েছে। এই দাবির সর্মথনে আগামী জুন মাসে সিআইটিইউ সমাজ কল্যাণ দপ্তরের নিকট গন ডেপুটেশনে মিলিত হবে।

সামগ্রী বিকল

● **প্রথম পাতার পর**

পাঠানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় দ্রুত ছুটে যান বিদ্যুৎ দফতরের পদস্থ আধিকারিক এবং কুমারঘাট থানার পুলিশ। এদিকে ঘটনার পর এলাকার মানুষ উত্তেজিত হয়ে রসনা কর্মকারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

অ্যাম্বুলেন্সের

● **প্রথম পাতার পর**

চিকিৎসক হারাধন দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গাড়িটি আটক করা যায় নি। বর্তমানে মরদেহ গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

স্বামীকে কুপিয়ে

● **প্রথম পাতার পর**

এলোপাথাড়ি কোপ দিতে থাকেন। আর এই ঘটনা ঘটে। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, রাজুর গলায়, হাতে ও পায়ে দায়ের কোপ পড়েছে। অবস্থা আশংকা জনক। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটে পারে। চিকিৎসকরা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করেছেন।

প্রশাসন

● **প্রথম পাতার পর**

গুরুত্ব আরোপ করেন। অফিস আদালত সহ জনবহুল এলাকা গুলিতে তামাক সেবন করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের সর্বত্র এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো তামাক মুক্ত দেশ তামাকমুক্ত ত্রিপুরা গঠন করা।

খাদ্য সামগ্রী

● **প্রথম পাতার পর**

মহকুমা খাদ্য দপ্তরে যোগাযোগ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।এছাড়াও যে সকল খাবারের দোকানে কমার্শিয়াল গ্যাস সিলিন্ডার এর বদলে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার ব্যবহার করছে সে সকল দোকানের সিলিন্ডার গুলোও সিজ করা হয় ।এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলেও তিনি তেলিয়ামুড়া ডিসিএম।

চার দিনে শুভেন্দুর জেলায় প্রকাশ্যে চার সভা অভিষেকের

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ মে (হি. স.) : এই মুহূর্তেই কেবল নয়, দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কের নিরিখে পারস্পরিক শত্রু হিসাবে সর্বজনবিদিত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার থেকে চার দিনে শুভেন্দুর জেলায় প্রকাশ্যে চারটি সভা করবেন অভিষেক। তার জন্য ওই জেলায় সাজ সাজ রব ।অভিষেকের দফতর এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল সূত্রে সোমবার জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার অভিষেকের জনসংযোগ যাত্রা পৌঁছবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। মোট চার দিন ওই জেলায় থাকার কথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। জেলার বিভিন্ন এলাকায় তাঁর নানাবিধ কর্মসূচি রয়েছে। তার মধ্যে নন্দীগ্রামও রয়েছে।

প্রত্যাশা মতোই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার যে সমস্ত জায়গায় অভিষেকের কর্মসূচি হবে, সেই তালিকায় থাকছে নন্দীগ্রাম। মঙ্গলবার তাঁর কর্মসূচির প্রথম স্টেশন পাঁশকুড়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র। বুধবার অভিষেকের জনসংযোগ যাত্রার কর্মসূচি রয়েছে পটাশপুরে। বৃহস্পতিবার তাঁর গন্তব্য হবে রামনগর। চতুর্থ তথা শেষ দিন শুক্রবার নন্দকুমারে থাকবেন অভিষেক। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে রামনগরের কর্মসূচি সেরে তিনি যাবেন চণ্ডীপুরে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মিছিল করে যাবেন নন্দীগ্রামে। সেখানেই শিবিরে রাত্রিবাস করবেন তিনি।

শীর্ষনেতৃত্বের থেকে এই নির্দেশ পেয়ে সেই মর্মে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। রাজ্যের মন্ত্রী তথা রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি বলেন, "চার দিন ধরে আমরা অভিষেকের কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত থাকব। সেই কর্মসূচি অনুযায়ীই ১ জুন (বৃহস্পতিবার) অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম যাবেন। তিনি সেখানে রাতে থাকবেন বলেই আমাদের জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। তাঁদের নির্দেশ মতোই আমরা কাজ করছি।"বাম জমানার শেষ থেকে শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমল সারা দেশে সব সময়েই খবরে থেকেছে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে উষ্ণতম লড়াই দেখেছিল পশ্চিমবঙ্গ। বস্তুত, সেই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে উৎসাহ ছিল গোটা দেশেই। কারণ, নন্দীগ্রামে লড়াই হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারীর ।তুল্যমূল্য সেই লড়াইয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে ১৯৫৭ ভোটে জিতেছিলেন শুভেন্দু। যদিও তৃণমূলের তরফে ধারাবাহিক ভাবে দাবি করা হয়, ভোটগণনার সময় লোডশেডিং করিয়ে তার সুযোগে জিতেছিলেন শুভেন্দু। ওই ভোটের ফলাফল নিয়ে মামলাও করেছিল তৃণমূল। আবার শুভেন্দু ধারাবাহিক ভাবে মমতাকে 'কম্পার্টমেন্টাল মুখ্যমন্ত্রী' বলে সম্বোধন করেন। কারণ, মমতা নন্দীগ্রামে ভোটে পরাজিত হওয়ার পর দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর থেকে জিতে এসেছিলেন ।ফলে সেই আবহে নন্দীগ্রাম রাজ্য রাজনীতিতে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন পূর্ব মেদিনীপুর 'নন্দীগ্রামের জেলা' বলেই পরিচিত। ফলে শাসক তৃণমূলের অঘোষিত 'দু-নম্বর' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য জুড়ে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করার পর সর্ব স্তরে এটা নিয়ে কৌতূহল ছিল যে, পূর্ব মেদিনীপুরে গেলেও নন্দীগ্রামে তিনি যাবেন কি না। গেলেও কবে যাবেন। এবং সেখানে তাঁর কর্মসূচি কী হবে।

প্রকাশ্যে এল "আদিপুরুষ" ছবির দ্বিতীয় গান "রাম সিয়া রাম"

মুম্বই, ২৯ মে (হি. স.) : পরিচালক ওম রাউতের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি "আদিপুরুষ" বর্তমানে সিনে প্রেমীদের আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে। এই ছবিতে প্রভু শ্রীরামের ভূমিকায় অভিনয় করছেন অভিনেতা প্রভাস। "আদিপুরুষ"-এর ট্রেলার এবং প্রথম গান "জয় শ্রী রাম" দর্শকদের কাছ থেকে দুর্দান্ত সাড়া পাওয়ার পরে, সোমবার নির্মাতারা ছবিটির দ্বিতীয় গান "রাম সিয়া রাম..." প্রকাশ করেছেন।

গানটি শুরু হয় ভগবান শ্রীরাম এবং মাতা জানকীর কথোপকথন দিয়ে। রাঘব তার স্ত্রী জানকীকে সম্বোধন করে 'তুমি একজন রাজকন্যা জানকী, তোমার স্থান প্রাসাদে...', তারপরে গান শুরু হয়। ২ মিনিট ৫০ সেকেন্ডের এই গানটিতে ভগবান শ্রী রাম এবং মাতা জানকীর ১৪ বছরের নির্বাসনে কথোপকথন দেখানো হয়েছে। গানটি সঙ্গীত শিল্পের জনপ্রিয় এবং বর্তমান শীর্ষস্থানীয় জুটি সাচেত-পরম্পরা দ্বারা সুরক্ষিত এবং গেয়েছেন। বর্তমানে ব্যবহারকারীরা এই দম্পতির প্রশংসা করছেন। গানটির গীতিকার মনোজ মুনতাশির শুক্লা।

গানটি ২৯ মে সোমবার সকল মিউজিক চ্যানেল, ফিল্ম চ্যানেল, রেডিও স্টেশন এবং সকল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হয়েছে। গানটি প্রকাশের মাত্র আধঘণ্টায় ৫ লাখের বেশি ভিউ পেয়েছে। এই গানটিও ভক্তদের অনেক ভালোবাসা পাচ্ছে।

"আদিপুরুষ" ছবিতে ভগবান শ্রী রামের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা প্রভাসকে, আর অভিনেত্রী কৃতি স্যাননকে দেখা যাবে সীতার ভূমিকায়। ছবিতে হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করবেন মারাঠমোলা অভিনেতা দেবদত্ত নাগে। ছবিটি ১৬ জুন পর্দায় মুক্তি পাবে।

'সিআইডি কেন, সিবিআই তদন্ত হোক', আদালতের বাইরে দাবি কুর্মি নেতার

কলকাতা, ২৯ মে (হি.স.) : গড় শালবনীতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলার ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চাইলেন কুর্মি নেতা রাজেশ মাহাতো। বর্তমানে এই ঘটনার তদন্ত করছে সিআইডি। সোমবার আদালত থেকে বেরিয়ে রাজেশ জোর গলায় বলেন, 'শুধু সিআইডি নয়, সিবিআই তদন্ত হোক।'সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজেশ বলেন, 'আন্দোলনকে দমন করতে চক্রান্ত করা হচ্ছে। সাংবিধানিক অধিকারকে দমন করা হচ্ছে। কোনও হিংসাকে আমরা সমর্থন করি না। আমাদের সমাজের আন্দোলন ৭৩ বছর ধরে চলছে। আমরা এই অধিকারের লড়াই শান্তিপূর্ণভাবে করে আসছি। কিন্তু আজকে আমাদের আন্দোলনকে শুধু দমন করার জন্য নয়, একটা জাতিকে শেষ করার জন্য চক্রান্ত শুরু হয়েছে। তাই সিআইডি কেন, সিবিআই তদন্ত হোক।'

এরপরেই হাইকোর্টে মামলা করা নিয়ে তিনি বলেন, 'শুভেন্দুবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আইনের উপর বিশ্বাস আছে। ন্যায় বিচার হবে, আমরা আশা করছি।' প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্ধ্যায় গড় শালবনীতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে যে হামলার ঘটনা ঘটেছিল, তাতে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার গাড়ির কাঁচ চুরমার করে দিয়েছিল কুর্মি আন্দোলনকারীদের একাংশ। সেই ঘটনায় ধরপাকড় শুরু হয় ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের তরফে। শনিবার ও রবিবার মিলিয়ে মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মধ্যপ্রদেশের ভিন্ডে জরুরি অবতরণ হেলিকপ্টারের, সমস্ত ক্রু সদস্য নিরাপদ

ভিন্ড, ২৯ মে (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ভিন্ড জেলায় জরুরি অবতরণ করল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার। সোমবার ভিন্ড জেলার একটি গ্রামে, মাঠের মধ্যেই সতর্কতামূলক অবতরণ করেছে এএইচ-৬৪ অ্যাপাচে হেলিকপ্টার। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। সমস্ত ক্রু সদস্য নিরাপদে রয়েছেন, হেলিকপ্টারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। চম্বল জোনের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) এস সাক্সেনা বলেছেন, 'আমি জানতে পেরেছি হেলিকপ্টারটি ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করেছে। অবতরণে (প্রক্রিয়া) কোনও প্রাণহানি অথবা আঘাতের ঘটনা ঘটেনি।' ভারতীয় বায়ুসেনা জানিয়েছে, ভারতীয় বায়ুসেনার একটি অ্যাপাচে এএইচ-৬৪ হেলিকপ্টার রুটিন অপারেশনাল ট্রেনিং চলাকালীন ভিন্ডের কাছে জরুরি অবতরণ করেছে। সমস্ত ক্রু সদস্য এবং হেলিকপ্টারটি সুরক্ষিত রয়েছে।

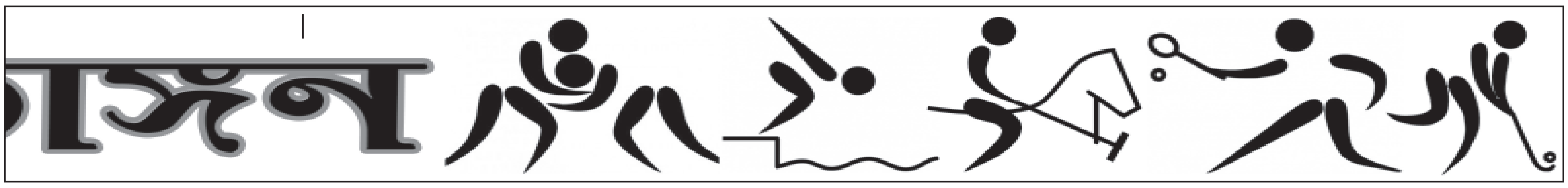

কাজল স্মৃতি ফুটবল দিয়ে মরশুম শুরু

আনন্দমার্গকে হারিয়ে উমাকান্তের সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। শুরু হলো ফুটবল মরশুম। আন্ত: স্কুল ফুটবল তথা অনূর্ধ ১৭ কাজল মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্ট দিয়ে শুরু হয়েছে এবারকার মরশুম। উদ্বোধনী ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে উমাকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। ৮-১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে আনন্দমার্গ দ্বাদশ শ্রেণি স্কুলকে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে কাজল মেমোরিয়াল আন্ত: স্কুল টুর্নামেন্ট দিয়েই ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের মরশুম শুরু হয়েছে। শুরুর ম্যাচটা একতরফা হয়েছে বলা চলে। তবে খেলা শুরুতে ঠিক তিন মিনিটের মাথায় আনন্দমার্গ স্কুলের পক্ষে আরিয়ান সূত্রধর এর গোল স্পটারদের পাশাপাশি দর্শকদেরও নজর কেড়েছে। এই এক গোলে পিছিয়ে থেকে উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়ামের দৌরাত্ম শুরু হলে পেছনে তাকানোর আর অবকাশ পায়নি। প্রথমার্ধে উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছয়-এক গোলে এগিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুটো গোল। সব মিলে আট-এক গোলের ব্যবধানে আনন্দমার্গ স্কুলকে পরাজিত করে মূল পর্বের লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। উমাকান্ত একাডেমির পক্ষে প্রথম গোল দীপঙ্কর চক্রবর্তীর পা থেকে ১৩ মিনিটের মাথায়। দীপঙ্কর অবশ্য আরও একটি গোল করে ২৫ মিনিটের মাথায়। একইভাবে এলবার্ট শর্মা সরকারও দুটি গোল করে খেলার দুই অর্ধে। প্রথম গোলটি আঠারো মিনিটের মাথায় এবং দ্বিতীয় গোল ৪৪ মিনিটে। প্রথমার্ধের শেষদিকে শ্রীশান্ত সরকার পরপর দুটি গোল করে যথাক্রমে ২৮ ও ৩০ মিনিটের মাথায়। এছাড়া, খেলার ২৭ মিনিটের মাথায় অনুপ ত্রিপুরা এবং দ্বিতীয়ার্ধে ৪৯ মিনিটের মাথায় অভিনব ভৌমিক একটি করে গোল করে। খেলায় অসদাচরণের দায়ে বিজয়ী দলের দীপঙ্কর চক্রবর্তী এবং এলবার্ট শর্মা সরকারকে আবার হলুদ কার্ডও দেখতে হয়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি চিরঞ্জিত দেববর্মা, সুকান্ত দত্ত, রাজীব ত্রিপুরা ও সুপ্রিয়া দাস। খেলা শুরুর আগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিতি এবং বলে কিক মেরে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ফুটবলার শুভেনজিৎ সিনহা। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। দিনের খেলা: সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল খেলবে মধুবন কাঠালতলী হাই স্কুলের বিরুদ্ধে। বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম।

NOTICE INVITING e-TENDER
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:PNIe-T-04/EE/DWS/AGT-11/2023-24, Dated-26/05/2023.

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/ Central & State Sector for the work as detailed below:

SL. NO.	DNIe-T NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No- 10/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24	₹.9,69,217.00	₹. 19,384.00	180 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
2.	DNIe-T No- 11/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24	₹.9,69,725.00	₹. 19,395.00	180 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
3.	DNIe-T No- 12/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24	₹.9,68,789.00	₹. 19,376.00	90 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
4.	DNIe-T No- 13/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24	₹.5,71,000.00	₹. 11,420.00	365 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class

> Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 25/05/2023.at 18.00 hours.
> Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 12/06/2023 up to 15.00 hours.
> Date and Time for Opening of Bid- 12/06/2023 at 15.30 hours.
> This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www. tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and owbehalf of the Governor of Tripura"

(Er. D. Dasgupta)
Ex•cutive Engineer be
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

ICA/C-727/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/EE/PWD (G)((R&B)/GNT/2023-24

The Executive Engineer, Gonda Twisa Division, PWD (G), Gonda Twisa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate / item-rate e-tender in single bid / twe-bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Govt. Organization of other State & Central for the following works:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 02 /DNIT/EE/PWD(G)/(R&B)GNT/2023-24	23,75,883.00	47,518.00	45 (Forty Five) Days
2.	DNIeT No: 03 /DNIT/EE/PWD(G)/(R&B)GNT/2023-24	24,10,275.00	48,206.00	
3.	DNIeT No: 04 /DNIT/EE/PWD(G)/(R&B)GNT/2023-24	19,97,868.00	39,957.00	
4.	DNIeT No: 05 /DNIT/EE/PWD(G)/(R&B)GNT/2023-24	14,07,308.00	28,146.00	

Date of publishing of bid : 29 — 05 — 2023
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 1500 Hrs on 19 — 06 — 2023
Class of tenderer : Appropriate Class.
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically.
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in. For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

ICA/C-724/23

(Er. I. Debbarma)
Executive Engineer
Gonda Twisa Division, PWD (G)
Gonda Twisa, Dhalai District

NOTICE INVITING e-TENDER
PNIe-T No. 15/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated: 25/05/2023

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful manufacturer/ authorized dealers or authorised service provider of OTIS/THYSSENKRUPP/KONE/JHONSON Lift Pvt. Ltd /SCHINDLER/MISTUBISHI/reputed and leading manufacturers complying the special Terms & condition attached with the tender documents strictly and have a good infrastructure at Agartala as well as having experience in- similar nature of work (in Govt./ Govt. Undertaking building) for the following work:-

SL.NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Providing, Installation and Commissioning of MRL Lift for 13 (thirteen) persons (884 kg) capacity Passenger lift up to G+1 level including 03(Three) years of CAMC after 01(one) year warranty period of lift installation at Belonia Court Building for creation of barrier free environment for the benefit of persons with Disabilities under the Accessible India Campaign (AIC) in different State Government Buildings of Tripura/**Reorientation of rooms of existing Belonia Court Building, Belonia, South Tripura (4th call).** DNIe-T No: 09/B/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B) /2022-23.	₹ 27,12,086.00	₹ 54,242.00	1700 (One Thousand Seven Hundred) Days [240 days for Lift installation+365 days Warranty+1095 for CAMC].	Up to 15.00 Hrs on 15/06/2023.	At 15.30 Hrs on 15/06/2023.

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-722/23

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD
Agartala

আইপিএল : শেহবাগের সেরা পাঁচে নেই গিল-কোহলি

কলকাতা, ২৯ মে (হি.স.): এবারের আইপিএলে তিন তিনটে সেঞ্চুরি তার ওপর আইপিএলে সর্বাধিক রান করা শুভমন গিলকে আইপিএলের সেরা পাঁচ ব্যাটারের তালিকায় রাখেননি বীরেন্দ্র শেহবাগ। ভারতের প্রাক্তন এই ব্যাটারের সেরা পাঁচে নেই বিরাট কোহলির নামও। আইপিএলের এবারের আসরে এই ব্যাটার দারুণ ছন্দে রয়েছেন। ফাইনালের আগে পর্যন্ত ১৬ ম্যাচে ৬০.৭৮ গড় এবং ১৫৬.৪৩ স্ট্রাইক রেটে সবচেয়ে ৮৫১ রান করেছেন ডানহাতি এই ওপেনার। গুজরাটের বেশিরভাগ জয়েই অবদান রেখেছেন তিনি। এদিকে ব্যাটিংয়ে সময়টা একেবারে খারাপ কাটেনি কোহলির।
১৪ ম্যাচ খেলা এই ব্যাটার দুই সেঞ্চুরিতে করেছেন ৬৩৯ রান। তার চেয়ে বেশি রান করেছেন কেবল ফাফ ডু প্লেসি ও গিল। তবুও সেরা পাঁচ ব্যাটারের তালিকায় রাখেননি শেবাগ। ওপেনাররা বেশি সময় ব্যাটিং করার সুযোগ পাওয়ায় তাদের রাখেননি বলে নিশ্চিত করেছেন তিনি। শেহবাগের পাঁচ ব্যাটারের তালিকায় আছেন রিংকু সিং, শিভম দুবে, যশস্বী জয়সাওয়াল, হেনরিখ ক্লাসেন ও সূর্যকুমার যাদব। এবারের মৌসুমে ফিনিশার হিসেবে নিজেকে নতুনভাবে চিনিয়েছেন রিংকু। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে সবচেয়ে ৪৭৪ রান করেছেন তিনি। তার উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স গুজরাটের বিপক্ষে শেষ ওভারে টানা ৫ ছক্কা মেরে কলকাতাকে জেতানো।
রিংকুকে নেয়ার ব্যাখ্যায় শেবাগ বলেন, 'আমি খুব বেশি ওপেনারকে নিইনি কারণ তারা অনেক বেশি সুযোগ পায়। আমার মাথায় প্রথম যে ব্যাটারের কথা মাথায় আসে সে রিংকু সিং। আমার মনে হয় না আপনি আমাকে কারণ জানতে চাইবেন। এমনটা কখনও হয়নি একজন ব্যাটার পাঁচটি ছক্কা মেরে দলকে জিতিয়েছে। শুধুমাত্র রিংকু সিং এটা করেছে।"

আগরতলা পুর নিগম

বিষয় ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় সুবিধাভোগীদের জানানো যাইতেছে যে, যে সমস্ত সুবিধাভোগী এখনও পর্যন্ত ঘরের কাজ শুরু করেননি, তারা যেন ৩১শে মে ২০২৩ইং তারিখের মধ্যে ঘরের কাজ অবশ্যই শুরু করেন এবং নিজ নিজ ওয়ার্ড অফিস এ যোগাযোগ করে .... করিয়ে নেন। অন্যথায় তাদের নাম প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে।

ধন্যবাদান্তে
মিউনিসিপাল কমিশনার
আগরতলা পুরনিগম।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-12/EE/ RD/TLM-DIV/2023-24, Dt.26.05.2023,

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00
P.M on 08/06/2023 for 01(One) No. construction work. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-732/23

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ভারত-অস্ট্রেলিয়া দুই দলই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল স্কোয়াড আইসিসিকে জমা দিয়েছে

মুম্বই, ২৯ মে (হি.স.): টেস্ট ক্রিকেটের সেরা দুই দল ভারত ও অস্ট্রেলিয়া ৭ জুন ওভালে মুখোমুখি হতে চলেছে মেগা ফাইনালে। যা নিয়ে উত্তেজনা কম ছড়াচ্ছে না। আইপিএল চলাকালীন দুই দলই বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের জন্য তাদের স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল। এ বার ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে ১৫ জন সদস্যের দল বেছে নেওয়া হয়েছে।
আর দুই দলই তাদের চূড়ান্ত স্কোয়াড জমা দিয়েছে আইসিসিকে। অস্ট্রেলিয়া আগে যে স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল তার থেকে ২ জন ক্রিকেটারকে স্ট্যান্ডবাই প্লেয়ার হিসেবে রেখে দিয়েছে। অন্যদিকে আইপিএলে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের সুবাদে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ডাক পেয়েছেন তরুণ তুর্কি যশস্বী জয়সওয়াল। রাজস্থানের তরুণ ওপেনার যশস্বী রয়েছেন ভারতের স্ট্যান্ডবাই প্লেয়ারের তালিকায়।
এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ভারতের ১৫ জনের স্কোয়াড :
রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি, অজিঙ্ক রাহানে, কেএস ভরত (উইকেটকিপার), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেল, শার্দূল ঠাকুর, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, উমেশ যাদব, জয়দেব উনাদকাট ও ঈশান কিষাণ (উইকেটকিপার)।
স্ট্যান্ডবাই প্লেয়ার — যশস্বী জয়সওয়াল, মুকেশ কুমার ও সূর্যকুমার যাদব।
এক নজরে দেখে নেওয়া যাক অস্ট্রেলিয়ার ১৫ জনের স্কোয়াড :
প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্টিভ স্মিথ (সহ অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, মার্নাস লাবুশানে, ট্রেভিস হেড, অ্যালেক্স ক্যারি, স্কট বোল্যান্ড, ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস হ্যারিস, উসমান খোয়াজা, জস ইংলিস, জশ হ্যাজেলউড, টড মার্ফি, নাথান লিয়ঁ, মিচেল স্টার্ক।
স্ট্যান্ডবাই প্লেয়ার — মিচেল মার্শ ও ম্যাথু রেনশ

গন্ডাছড়ায় স্কুল ক্রিকেটে জে বি পাড়ার দুর্দান্ত জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। গন্ডাছড়ায় আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এখন জমজমাট পর্যায়ে। আজ, সোমবারে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জে বি পাড়া স্কুল দল ৬ উইকেটের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। হারিয়েছে জিএমসি দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল দলকে। গন্ডাছড়া মাঠে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জিএনসি স্কুল দল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৫০ ওভারের খেলায় ১৬.২ ওভার খেলে ১১৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে সুদীপ বিশ্বাস সর্বাধিক ২৫ রান পায়। জে বি পাড়া স্কুল দলের বোলার রতিস দেববর্মা একাই ৪টি উইকেট তুলে নেয় ২০ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, কৃমেষ দেববর্মা ও বিনন্দ রিয়াং তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জে বি পাড়া স্কুল দল ১২.৫ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে প্রীতেশ দেববর্মা ৩৬ রান করে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। তাছাড়া, মানবেন্দ্রর ১৬ রান উল্লেখ করার মতো। জিএনসি স্কুলের তুহিন বিশ্বাস দুটি উইকেট পায়।

১৩—তম হকি ইন্ডিয়া সাব-জুনিয়র পুরুষদের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতল উত্তরপ্রদেশ

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (হি.স.) : রবিবার মর্যাদাপূর্ণ বিরসা মুন্ডা হকি স্টেডিয়ামে ফাইনালে ওড়িশা হকি অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়ে ১৩—তম হকি ইন্ডিয়া সাব-জুনিয়র পুরুষদের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ শিরোপা জিতল উত্তরপ্রদেশ হকি। এদিকে হকি হরিয়ানা হকি মধ্যপ্রদেশকে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।
উত্তর প্রদেশ হকি ওড়িশা হকি অ্যাসোসিয়েশনকে ৭-১ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্ট জিতেছে। উজ্জ্বল পাল উত্তরপ্রদেশের হয়ে তিনটি গোল করেছেন, রাহুল যাদব, কেতন কুশওয়াহা, রাহুল রাজবর এবং অধিনায়ক অজিত যাদব একটি করে গোল করেন। ওড়িশার হকি অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন দেবনাথ নানওয়ার। তৃতীয় স্থানের ম্যাচে হকি হরিয়ানা হকি মধ্যপ্রদেশকে ৪-২ গোলে জয়ী করেছে।

পিএসজির অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে বার্সেলোনার কনসার্টে গেলেন মেসি !

বার্সেলোনা, ২৯ মে (হি.স.): লিওনেল মেসির বার্সেলোনা যাওয়ার গুঞ্জন বেশ জোরালো হচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। এবার সেই গুঞ্জনটা বোধহয় বাস্তবায়িত হতে চলেছে। তার ইঙ্গিত বোধ হয় গতরাতে জানান দিলেন মেসি। কারণ, প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার গিয়েছিলেন বার্সেলোনার কনসার্টে।
উল্লেখ্য, প্রতিবছর ফ্রেঞ্চ ফুটবল ইউএনএফপি ট্রফি অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। লিগ ওয়ান, লিগ টু, ডি ওয়ান আর্কেমা-এই তিন বিভাগের মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়দের সম্মানিত করার জন্য গত রাতে হয়েছে এই অনুষ্ঠান। পিএসজির ঘোষণা করা এই চারজনের দলে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে, আশরাফ হাকিমি, নুনো মেন্দেস ও মেসি। কিন্তু মেসি পিএসজির এই অনুষ্ঠানে যান নি। তিনি গিয়েছিলেন বার্সেলোনার কোল্ডপ্লে কনসার্টে। বার্সা ভক্তরা 'মেসি, মেসি' স্লোগানে অনুষ্ঠান মাতিয়ে দিয়েছিলেন। ইতালিয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলারের বার্সেলোনায় কনসার্টে যাওয়ার ভিডিও পোস্ট করেছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

তুরস্কে দ্বিতীয় দফার ভোটে জয়ী হয়ে বললেন এরদোগান

আঙ্কারা, ২৯ মে (হি. স.) : তুরস্কে দ্বিতীয় দফার (রান-অফ) ভোটে বিজয়ী হয়ে তৃতীয়বারের মতো দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। ৯৯.৪৩ শতাংশ ভোট গণনা শেষে এরদোগান ৫২.১৬ শতাংশ ভোট পাওয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন তুরস্কের সুপ্রিম ইলেকশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আহমেত ইয়েনার। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল কিলিচদারোগ্লু পেয়েছেন ৪৭.৮৪ শতাংশ ভোট। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আনাদোলু জানিয়েছে, ভোটারের উপস্থিতি ছিল ৮৫.২৪ শতাংশ।

দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে বিজয়ের পর দেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ২০ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। তিনি বলেছেন, এই জয় সাড়ে আট কোটি তুর্কির। দেশের সব মানুষ নির্বাচনে জিতেছে।

বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর তাৎক্ষনিকভাবে ইস্তানবুলে উপস্থিত সমর্থকদের উদ্যেশ্যে এরদোয়ান বলেন, আগামী পাঁচ বছরের জন্য তুরস্ক শাসনের দায়িত্ব আবারও আমাদের হাতে দেওয়ার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, ১৪ মে ও ২৮ মে'র ভোটে দেশের সাড়ে ৮ কোটি মানুষ জয়ী হয়েছে। আমি বলতে চাই, আমরা এমন জয় পেয়েছি যেখানে কেউ হারেনি। সুতরাং আজ তুর্কিরাই জয়ী হয়েছে। এরদোগান আরও বলেন, জনগণের সমর্থনে আমরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা সম্পন্ন করেছি। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উৎসব উদযাপনের জন্য জনগণের জন্য তুরংস্কের জনগণকের ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আপনাদের আস্থাবান থাকব, ঠিক যেভাবে আমরা ২১ বছর ধরে আস্থাবান আছি।

রবিবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় তুরস্কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ শুরু হয়। এই ভোট গ্রহণ চলে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় জিতে যান এরদোগান। তিনি পেয়েছেন ৫২ দশমিক ১৫ শতাংশ ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বী কিলিচদারওলু পেয়েছেন ৪৭ দশমিক ৯ শতাংশ ভোট।

সুপ্রিম ইলেকশন বোর্ডের (ওয়াইএসকে) চেয়ারম্যান আহমেত ইয়েনার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ভোটে কোনওরকম অনিয়ম কিংবা জালিয়াতি হয়নি। যার কারণে নির্বাচন প্রক্রিয়া কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

নিয়ম অনুযায়ী, দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে প্রার্থীকে ৫০ শতাংশ ভোট পেতে হয়। ১৪ মে অনুষ্ঠিত প্রথম পর্বের ভোটে এগিয়ে থাকলেও নির্বাচিত হতে পারেননি বর্তমানে ক্ষমতাসীন রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। অল্পের জন্য তাঁর ভাগ্য ঝুলে যায়। প্রথম দফার নির্বাচনে তিনি পেয়েছিলেন ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে, এই নির্বাচনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কেমাল কিলিচদারোগলু পেয়েছিলেন ৪৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ ভোট। ফলে দেশটির নিয়ম অনুযায়ী পুনরায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হল।

শিল্পের বিকাশে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের বৈঠকে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৮টি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। দিল্লি সফরকালে মুখ্যমন্ত্রী নীতি আয়োগের বৈঠকে অংশ নেওয়া ছাড়াও নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং মুখ্যমন্ত্রীদের কনক্লেভে অংশ নেন। আজ নয়াদিল্লি থেকে রাজ্যে ফিরে এসে সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফরের বিভিন্ন বিষয়সমূহ তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা জানান, গতকাল তিনি নয়াদিল্লিতে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন দেশের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ভবন নির্মাণে রাজস্থানের পাথর, মহারাষ্ট্রের কাঠ, উত্তর প্রদেশের কার্পেট এবং ত্রিপুরার বাঁশের টাইলস ব্যবহৃত হয়েছে। ত্রিপুরাবাসী হিসাবে নিঃসন্দেহে এটি গর্বের বিষয় বলে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বলেন, নীতি আয়োগের বৈঠকে ৮টি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। বিকশিত ভারত-২০৪৭ কে সামনে রেখে রাজ্য সরকার ২০৪৭ পর্যন্ত রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা নির্দিষ্ট করেছে। সরকার ২০২২ সালের ২১ জানুয়ারি পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে 'লক্ষ্য-২০৪৭' শীর্ষক এই ভিশন ডকুমেন্ট প্রকাশ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শিল্পের বিকাশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাবার, চা, বাঁশ ভিত্তিক শিল্প, হস্তশিল্প, ক'ষি ও উদ্যান ফসলভিত্তিক অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ এমএসএমই ক্ষেত্রের উন্নয়ন বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যের সম্পসারণ সহায়তা করছে। 'ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন

ইনসেনটিভ স্কিম (টিআইআইপিআইএস) ২০২২'-এর অধীনে এমএসএমই গুলির জন্য মূলধনী ভর্তকী, কম খরচে বিদ্যুৎ ইত্যাদি সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরাকে দেশের মধ্যে আগর বাণিজ্যের হাব হিসেবে গড়ে তুলতে এবং ২০২৫-র মধ্যে ২০০০ কোটি টাকা মূল্যের আগর অর্থনীতির সুযোগ নিতে রাজ্য সরকার 'ত্রিপুরা আগর উড পলিসি-২০২১' প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে উৎপাদন নির্ভর শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ টানতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই 'স্বাগত' পোর্টালের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিনিয়োগের প্রস্তাবগুলিকে 'সিঙ্গল উইণ্ডো সিস্টেমে' অনুমোদন দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে। এই পোর্টালে ১৭টি দপ্তরের ৬০টি পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে যাতে ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুমোদন তাড়াতাড়ি দেওয়া সম্ভব হয় ।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার তার মূলধনী ব্যয় ২০২০-২১ এর ৮৩৫.০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২২-২৩ বছরে ২২০০ কোটি টাকা করেছে। তিনি জানান, আসন্ন নর্থ-ইস্ট গ্লোব্যাল ইনভেস্টস সামিট ২০২৩ এর প্রাক্কালে রাজ্য সরকার ডোনার মন্ত্রকের সাথে মিলে রাজ্যে বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখতে একটি গোল টেবিল সম্মেলন করেছে।এই সম্মেলনের ফলে দেশী ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের সাথে ৩৩৮.০০ কোটি টাকা মূল্যের মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। শিল্পোন্নয়নের জন্য ২ হাজার একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের ১৫টি শিল্প নগরীর উন্নয়নে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকও ঋণ দিতে রাজি হয়েছে। বিমান যাত্রীদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার এভিয়েশন টার্বাইন ফিউল-এ ১ শতাংশ ভ্যাট কমিয়ে আনার কথাও বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন।তিনি জানান, বিমান পরিষেবাকে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার বার্ষিক ১৪ কোটি টাকা ভর্তকী দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান (বিআরএপি) ২০২০-র রিপোর্টে ত্রিপুরাকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল শ্রেণীতে অন্তর্ভর্ক্ত করা হয়েছে। সরকারের ইজ অব ডুয়িং বিজনেস নীতিকে আইনী সমর্থন দেওয়ার লক্ষ্যে 'ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিজ (ফ্যাসিলিটেশন অ্যাক্ট ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য পলিসি ২০২২' রাজ্য প্রণয়ন করেছে। রাজ্যে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারি চাকুরিতে রাজ্যে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ পদ সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসে শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়ে একটি ব্যাটেলিয়ান গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও মহিলা পরিচালিত স্ব-সহায়ক গোষ্ঠির সংখ্যা বৃদ্ধি সহ তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপগুলি বৈঠকে তুলে ধরেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনাথ, শিশু এবং মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে, তাদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে, নিরাপদ প্রসব সুনিশ্চিত করা, অসংক্রামক রোগের ঝঁকি কমিয়ে আনা ও রক্তাল্পতার হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এক্ষেত্রে তিনি শিশু এবং মায়েদের স্বাস্থ্যের জন্য রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও বৈঠকে তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যক্ষা মুক্ত দেশ গড়ার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত যক্ষা মুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ব্যাপকভাবে 'ভোক্যাল ফর লোক্যাল' নীতিকে আনুসরণ করে স্থানীয় দক্ষতা এবং পরম্পরার বিকাশ ও সংরক্ষণে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। আগামীতে রাজ্য সরকারের ত্রিপুরা মেডিক্যাল ট্যুরিজম পলিসি চালু করার বিষয়টিও বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি

অল ত্রিপুরার ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। অল ত্রিপুরার ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশে ঘটেছে। সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। রাজ্যের শিল্প উদ্যোগীদের উৎসাহিত করতে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে ও ত্রিপুরা মেনুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এজন্য আহ্বায়ক কমিটি তৈরি করে এবং এই সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন তারা। সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো রাজ্যে শিল্পের অগ্রগতি, বিভিন্ন শিল্প তৈরীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্সের ক্ষেত্রে সহায়তা, নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সাবসিডি এর ক্ষেত্রে সহায়তা করা, এবং নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সহায়তা করা এবং শিল্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে সার্বিকভাবে সহায়তা করা। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রকে ত্বরান্বিত করার জন্য নানা ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে সংগঠন।

অল ত্রিপুরার ম্যানুফ্যাকচারার এসোসিয়েশন রাজ্যের সমস্ত ছোট, বড়, মাঝারি শিল্প উদ্যোগীদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। আগামী জুন মাসের সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন সংঘটিত হতে যাচ্ছে। যেসকল শিল্পোদ্যোগীরা সংগঠনে যুক্ত হতে চান তাদেরকে সংগঠনের রাজ্য দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে ল্যাম্পস ও প্যাকসগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়ঃ সমবায় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে ল্যাম্পস ও প্যাকসগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই গঠনমূলক ও সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাজ্যে ল্যাম্পস ও প্যাকসগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আজ খোয়াই জেলার বিভিন্ন ল্যাম্পস, প্যাকস, প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সদস্যদের নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় সমবায় মন্ত্রী বলেন, ঋণ পরিশোধ করার জন্য ঋণ গ্রহীতাদের উৎসাহিত করতে হবে। তবেই ল্যাম্পস ও প্যাকসগুলি আরও ভালভাবে ব্যবসা করতে পারবে। সমবায় দপ্তরের উদ্যোগে খোয়াই জেলাশাসকের অফিসের কনফারেন্স হলে আজ এই পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় খোয়াই জেলার জেলাশাসক ডি কে চাকমা ও সমবায় দপ্তরের রেজিস্ট্রার এস মগ সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে ল্যাম্পস ও প্যাকসগুলি পরিচালনা করার জন্য আহ্বান জানান। আলোচনা করেন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার অপর্ণা দেববর্মা, সমবায় দপ্তরের যুগ্ম রেজিস্ট্রার এন আর চক্রবর্তী। পর্যালোচনা সভায় জেলা সমবায় কার্যালয়ে ডেপুটি রেজিস্ট্রার শান্তির'ন দেববর্মা, সমবায় পরিদর্শকগণ সহ বিভিন্ন ল্যাম্পস ও প্যাকসের সদস্য সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জোলাইবাড়িতে বিজেপি যুব মোর্চার কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ মে।। জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রকে বামেদের অপশাসন থেকে মুক্তিদিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে যুব মোর্চা। নির্বাচনের পরবর্তী সময় সংগঠনকে আরোশক্তিশালী করেগরেতুলতে ও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার জোলাইবাড়ী পিলাক টুরিষ্ট লজে অনুষ্ঠীতহয় এক কার্যকারিনী বৈঠক। আজকের এই কার্যকারিনী বৈঠকে সাংগঠনিক দিক ও লোকসভা নির্বাচনের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকায় ৯ বছর পূর্তিউপলক্ষ্যে একমাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেওয়াহয়। এই কর্মসূচী গুলির মধ্যে রয়েছে বাইক রেলি, লার্ভার্থী সন্মেলন, নতুন ভোটারদের নিয়ে সন্মেলন ও কুইজ প্রতিযোগীতা। আজকের এই কার্যকারীনি বৈঠকের মধ্যদিয়ে এই কর্মসূচীগুলি হাতে নিলো বিজেপির যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী। তিনি এই বৈঠকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ডাকেসারাদিয়ে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে যুবসমাজকে এগিয়ে আসারজন্য বিশেষ আহববান জানান। নেশার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে জোলাইবাড়ী মন্ডলের যুবমোর্চা সক্রিয় ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার বদ্ধহন। আজকের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী, জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের মুক্তিদাতা বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষিন জেলার সহসভাপতি চাথই মগ সহ অন্যান্যরা। আজকের এই বৈঠকে উপস্থিত যুব মোর্চার কার্যকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

ভূমিকম্প গুয়াহাটি সহ শোণিতপুর জেলায়, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

গুয়াহাটি, ২৯ মে (হি.স.) : মাত্র সতেরো ঘণ্টার ব্যবধানে আজ সোমবার ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে গুয়াহাটি সহ অসমের বিভিন্ন প্রান্ত। আজ সকাল ০৮:০৩:৩৫ সেকেন্ডে গুয়াহাটি সহ শোণিতপুর জেলা ও পার্শবর্তী এলাকা ভূমিকম্পে কেঁপেছে। রিখটার স্ক্যালে ভূমিকম্পের পাবল্য ৫.২ ধরা পড়েছে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলি। আজকের ভূমিকম্পে এখনও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির জারিকৃত তথ্যে জানা গেছে, আজ সকাল ০৮:০৩:৩৫ মিনিটে সংঘটিত ভূমিকম্প শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলির ১৫ কিলোমিটার গভীরে ২৬.৬৮ ডিগি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.৩৫ ডিগি দাঘিমাংশে। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি বাংলাদেশ, ভুটান, চিন এবং ভারতের কিছু এলাকায় অনুভূত হয়েছে। প্রসঙ্গত, গতকাল রবিবারও বিকেল ২.৫৮ মিনিটে গুয়াহাটি সহ পার্শবর্তী মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী এলাকা মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছিল।

হাইলাকান্দিতে সড়ক দুর্ঘটনায় হত যুবক

হাইলাকান্দি (অসম), ২৯ মে (হি.স.) : এক শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে হাইলাকান্দিতে। ঘটনা ঘটেছে সোমবার দুপুরে হাইলাকান্দির ৬ নং জাতীয় সড়কের সৈয়দবন্দ এলাকায়। মর্মান্তিক এই সড়ক দুর্ঘটনায় আজিম উদ্দিন লস্কর নামের বছর একুশের এক যুবক প্রাণ হারিয়েছে।প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, আজিম উদ্দিন লস্কর নিজের অল্টো গাড়ি নিয়ে হাইলাকান্দি থেকে শিলচর অভিমুখে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি ইলেক্ট্রিক পোস্টে ধাক্কা মারেন। এতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখে পড়ে অল্টো গাড়িটি।

ঘটনার পর স্থানীয় মানুষ গুরুতর আহত অবস্থায় আজিম উদ্দিনক উদ্দার করে হাইলাকান্দির এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বাবা মা-এর একমাত্র সন্তান ছিলেন আজিম উদ্দিন। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র সৈয়দবন্দ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ

বাঁকুড়া, ২৯ মে (হি. স.) : বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার কুলুপুকুর এলাকায় রেললাইন থেকে এক ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে ।জানা যাচ্ছে, ওই ছাত্রীর নাম স্বতিকা মুর্মু। তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করার জন্য পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের আসার কথা ছিল। এমন একটা দিনে ওই ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এই ঘটনা নিছক আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারন রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিষ্ণুপুর শহর লাগোয়া হেকিমডাঙা এলাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন স্বতিকা। এবছর স্থানীয় মড়ার সম্মিলনী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেন। কিন্তু পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই স্বতিকার বিয়ের তোড়জোড় শুরু করেছিল পরিবার। বিয়ের পাকা কথা বলতে পরিবারে আত্মীয় স্বজনদের আসার কথা ছিল সোমবার।

সপ্তাহের প্রথমদিনেই উত্থান শেয়ার বাজারে

মুম্বই, ২৯ মে (হি.স.) : ফের বৃদ্ধি শেয়ার বাজারে। শুক্রবার বড় অগ্রগতির পর সপ্তাহের প্রথম দিনে ফের মাঝারি বৃদ্ধি দালাল স্ট্রিটে। সোমবার সামান্য উত্থান শেয়ার বাজারে। এদিন সেনসেক্স পৌঁছল ৬৩ হাজারের কাছাকাছি। নিফটি পৌঁছয় সাড়ে ১৮ হাজারের উপরে। গত ১ ডিসেম্বর ২০২২ -সালে সেনসেক্স সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছিল। সেই সময় সেনসেক্স পৌঁছয় ৬৩ হাজার ২৮৪ পয়েন্টে। সোমবার সেই সর্বকালীন উচ্চতা থেকে সেনসেক্স মাত্র ৪০২ পয়েন্ট দূরে এসে দাঁড়িয়েছে।গত সপ্তাহের শেষদিন অর্থাৎ শুক্রবার সেনসেক্স বাড়ে ৩৪৪.৬৯ পয়েন্ট বা ০.৫৫ শতাংশ। বাজার শেষে ওই সূচক দাঁড়িয়েছে ৬২ হাজার ৮৪৬.৩৮ পয়েন্টে। এদিন নিফটি-র উত্থান হয়েছে ৯৯.৩০ পয়েন্ট বা ০.৫৪ শতাংশ। দিনের শেষে নিফটি হয়েছে ১৮ হাজার ৫৯৮.৬৫ পয়েন্ট। এদিন নিফটি-র ৫০টি কোম্পানির মধ্যে ৩৫টি-তে অগ্রগতি হয়েছে, পিছিয়েছে ১৫টি কোম্পানি।

রাষ্ট্রীয় কলা মঞ্চ কলেজস্তরের ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। রাষ্ট্রীয় কলা মঞ্চ কলেজ স্তরের ছাত্রীদের মেধা অন্বেষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এর অঙ্গ হিসেবে সোমবার মহারাজা বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় কলা মঞ্চের উদ্যোগে লুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কলেজে প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোমবার মহারাজ বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজে মেহেন্দি প্রতিযোগিতা, অংকন প্রতিযোগিতা ও সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কলেজের ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আয়োজকদের তরফ থেকে জানানো হয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেক প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যেই রাষ্ট্রীয় কলা মঞ্চের উদ্যোগে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় স্থান অধিকারীদের রাজ্য স্তরে ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। রাজ্যের সবকটির কলেজেই এ ধরনের প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলেও তারা জানিয়েছেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সোমবার জেলা শাসকের কার্যালয়ে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচারে জীবন রক্ষা হল শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে এক দুরূহ অস্ত্রোপচারে এক শ্রমিকের জীবন রক্ষা করলেন চিকিৎসকরা। গত ২৫ মে দুপুর ২ টা নাগাদ উদয়পুর তুলামুড়া নিবাসী ৪০ বৎসর বয়সি আরেত বাহাদুর মলসম নামে একজন দিনমজর জলের সাব মারসিবল পাম্প বসানোর কাজে নাগেরজলায় কাজ করার সময় বা পায়ে মহাশিরা ও মহাধমনী বৈদ্যুতিক কাটার মেশিনে লেগে কেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। নিমেষেই তিনি রক্তাক্ত হয়ে যান এবং অচৈতন্য হয়ে যান। সাথে সাথে তাঁকে তড়িঘড়ি করে নিয়ে আসা হয় এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে। সেখান থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক দেখার পর সিটিভিএস ডিপার্টমেন্টে খবর পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে সিটিভিএস ডিপার্টমেন্টের টিম নিচে গিয়ে রোগীকে দেখেন, দ্রত জরুরী ভিত্তিতে অ'োপচার করার ব্যবস্থা করেন এবং তৎক্ষণাৎ রোগীকে ট্রমা সেন্টার থেকে সিটিভিএস ডিপার্টমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। সে সময় রোগী অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন এবং রোগীর অ'িজেন লেভেল অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল। রোগীর হিমোগ্লোবিন লেভেল তিনে (৩) নেমে যায়। রোগীর ব্লাড প্রেসার পরিমাপযোগ্য ছিল না। কার্ডিয়াক অ্যানেসথেসিস্ট ডাঃ মণিময় দেবর্বমা এবং ডাঃ সুরজিৎ পাল তাকে আই সি ইউ তে নিয়ে গিয়ে ইমার্জেন্সি চিকিৎসা পরিষেবা শুরু করেন। কয়েক ইউনিট রক্ত যোগাড় করে কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীকে সিটিভিএস অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাঃ কনক নারায়ণ ভ-াচার্যের নেত'ত্বে আট সদস্যের একটি সার্জিক্যাল টিম দীর্ঘ চার ঘন্টা ব্যাপী অপারেশন করেন। অপারেশনে দেখা যায় তার বাঁ পায়ের কুচকির সমস্ত মহাধমনী, মহাশিরা ও নার্ভ কেটে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আছে।তাৎক্ষনিকভাবে আশেপাশের রক্ত চলাচল বন্ধ রেখে সমস্ত ধমনী, শিরা ও নার্ভকে জোড়া লাগানো হয়। অপারেশনের শেষে রোগীকে আইসিইউতে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। বর্তমানে তার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে এবং তিনি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছেন। চিকিৎসা পরিভাষায় এই অপারেশনকে ইমার্জেন্সি ভারুলার রিপেয়ার বলা হয়। এই অপারেশনে ডাঃ কনক নারায়ন ভ-াচার্য ছাড়াও রয়েছেন দু'জন অ্যানেসথেসিস বিশেষ'। অন্যান্য নার্স ও টেকনিশিয়ান যারা ছিলেন তারা হলেন সার্জন এসিস্ট্যান্ট সুদীপ্ত মণ্ডল, রতন মণ্ডল, ওটি টেকনিশিয়ান অমৃত মুড়াসিং, পারফিউশনিস্ট সুজন সাহু, ।ব নার্স অর্পিতা সরকার, মৌসুমি দেবনাথ, অন্নবাহাদুর জমাতিয়া, প্রাণক'ষ্ণ দেব, সিটিভিএস আই আর কোঅর্ডিনেটর অভিষেক দত্ত, রিচাশ্রী সরকার, জনসন দেববর্মা প্রমুখ। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।